রাঁচি, রবিবার
30:07:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page » 8 Rate » 3 Rupee » Year » 03 Vol »286 »13 Sharabon 1430 » epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা » ০৮ মুল্য » ৩ টাকা বর্ষ » ০৩ অংক » ২৮৬ » « ১৩ই, শ্রাবণ ১৪৩০»

অভ্যুত্থানের পর নিজারের জেনারেলের নিজেকে নতুন নেতা বলে ঘোষণা

নিজার ঃ নিজারের প্রেসিডেন্ট গার্ডের প্রধান জেনারেল আবদুরাহামানে তচিয়ানিক নিজেকে দেশটির নতুন নেতা ঘোষণা করেছেন। প্রেসিডেন্টের গার্ড প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বাজুমকে আটক করার এবং ক্ষমতা দখল করার ঘোষণা দেয়ার দুইদিন পর এই ঘোষণা দেয়া হয়। ফ্রান্সের পরয়াষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাথরিন কোলোনা এএফপিকে বলেছেন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ শুক্রবার ভোরে বাজুমের সাথে কথা বলেছেন। কোলোনার মতে, ম্যাক্রো বলেছিলেন যে, বাজোমের সাথে যোগাযোগ করা যাচ্ছে এবং তিনি সুস্থ আছেন। নিজারের সেনাবাহিনীর নেতারা বুধবার বাজুমের উৎখাতের প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করেছে। সারা বিশ্ব থেকে এই দখলের নিন্দা জানিয়ে আইনের শাসন ও দেশের গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলার প্রতি সম্মান জানানোর আহ্বান তারা অস্বীকার করেছে। বুধবার অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট গার্ডের সৈন্যদের একটি দল বাজুমকে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে আটক করে এবং পরে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে তার ক্ষমতাচ্যুতির ঘোষণা দেয়। নিউইয়র্কে সংবাদদাতাদের সাথে কথা বলার সময় জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বাজুমকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে অভ্যুত্থানের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বাজার দর
SENSEX : 66160.20 -106.62
NIFTY : 19646.05 -13.85

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) » 18 .32 টা
সূর্যোদয় (কাল) » 05 .17 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা » 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ওয়াগনার প্রধান প্রিগোশিনকে রাশিয়ায় দেখা গেছে

মাস্কো ঃ সেন্ট পিটার্সবার্গে আফ্রিকা রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের সময় তোলা ছবিতে রুশ ভাড়াটে সেনাদল ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিনকে দেখা গেছে। ফেসবুকে পোস্ট করা একটি ছবিতে দেখা যায়, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের (সি এ আর) রাষ্ট্রদূত ফ্রেডি মাপুকার সাথে হাত মেলাচ্ছেন মি. প্রিগোশিন। ছবিটি ফেসবুকে পোস্ট করেন দিমিত্রি সিটি - যিনি সিএআরে ওয়াগনারের কার্যক্রমের ব্যবস্থাপক বলে খবরে বলা হয়। জুন মাসে ওয়াগনারের ব্যর্থ বিদ্রোহের পর এই প্রথম রাশিয়ার ভেতরে মি. প্রিগোশিনকে নিশ্চিতভাবে দেখা গেল। শনাক্তকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে, এবং অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ মিলিয়ে দেখে বিবিসি ভেরিফাই নিশ্চিত করেছে যে সেন্ট পিটার্সবার্গের ট্রেজিনি প্যালেস হোটেলে মি. মাপুকা ও মি. প্রিগোশিনের এই সাক্ষাত হয়। হীরার খনিসমৃদ্ধ মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে এখন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সরকারকে সহায়তা করছে ওয়াগনার বাহিনীর ভাড়াটে যোদ্ধারা। এর আগে গত সপ্তাহে মি. প্রিগোশিনকে বেলারুসে দেখা গিয়েছিল। টেলিগ্রামের একটি চ্যানেলে এক ভিডিওতে দেখা যায়, মি. প্রিগোশিন যোদ্ধাদের স্বাগত জানাচ্ছেন এবং ইউক্রেনে যুদ্ধক্ষেত্রে সম্প্রতি যা ঘটছে তার সমালোচনা করছেন। তিনি এমন আভাসও দেন যে ওয়াগনার পরে কোন এক সময় ওই যুদ্ধে আবার যোগ দিতে পারে। ইউক্রেনের সেনাবাহিনী বলছে, দক্ষিণপূর্বের একটি যুদ্ধক্ষেত্রে তারা সাফল্য লাভ করেছে। অন্যদিকে পশ্চিমা কর্মকর্তারা বলছেন একটি বড় আকারের অগ্রাভিযান চলছে। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির প্রকাশ করা এক ভিডিওতে ইউক্রেনীয় সৈন্যরা বলছে, তারা স্টারোমাইওরস্ক নামে একটি গ্রাম পুনর্দখল করেছে। এই গ্রামটির অবস্থান জাপোরিশার ১৫০ কিমি পূর্বদিকে, এবং ব্যাপক গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলা চালিয়ে এটি মুক্ত করা হয় বলে ইউক্রনীয় বাহিনী বলছে। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এ গ্রামটিতে ইউক্রেনীয় পতাকা উঁচিয়ে ধরা কিছু সৈন্যের একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। ইউক্রেনের একজন উর্ধ্বতন প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা বলছেন, প্রতিটি অগ্রাভিযানই একেকটি 'মাইলস্টোন'। ইউক্রেন তার পাল্টা অভিযান তীব্রতর করার খবর নিশ্চিত না করলেও রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেছেন, ইউক্রেনের আক্রমণের তীব্রতা বেড়ে গেছে। রুশ সামরিক ব্লগার ওয়ারগোনজো বলছে, স্টারোমাইওরস্ক পুনর্দখলের খবর উদ্বেগজনক, কারণ এটি জাপোরিশা অঞ্চলের যুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ রুশ আউটপোস্ট। গত মাসে একাধিক ফ্রন্টলাইনে পাল্টা অভিযান শুরু করে ইউক্রেনীয় বাহিনী - তবে এ পর্যন্ত স্পষ্ট অগ্রগতির সংখ্যা খুবই কম। কিয়েভের জেনারেলরা হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে রাশিয়ার প্রতিরক্ষাব্যূহ এবং কয়েক কাতারে পেতে রাখা মাইনের কারণে দ্রুত কোন ফলাফল পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

পাকিস্তানে আফগান শরণার্থীরা তাদের শরণার্থী কার্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ায় উদ্বিগ্ন

ইসলামাবাদ ঃ পাকিস্তানে বসবাসকারী ১০ লাখের বেশি আফগান শরণার্থীর রেসিডেন্সি কার্ডের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়নি, যার ফলে অভিবাসীদের মধ্যে তাদের উদ্বাস্তু অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। প্রায় ১৩ লাখ নিবন্ধিত আফগান শরণার্থীর নিবন্ধনের প্রমাণপত্রের মেয়াদ ২০২৩ সালের ৩০ জুন শেষ হয়েছে। পাকিস্তান সরকার এখনো সেগুলোর মেয়াদ বাড়াতে পারেনি।

পাকিস্তানের আফগান শরনার্থীরা ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেছেন, তারা পাকিস্তানের অভ্যন্তরে চলাচলে নিষেধাজ্ঞা এবং কর্মসংস্থান হ্রাসসহ অনেক বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।

খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের কোহাত জেলার একজন আফগান শরণার্থী আহমেদ শাহ ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেছেন, কার্ডগুলোর মেয়াদ বৃদ্ধি করতে ব্যর্থ হলে শরণার্থীরা পুলিশি নির্যাতনের শিকার হবে।

কার্ডগুলো একটি পরিচয় নথি হিসেবে কাজ করে যার মাধ্যমে আফগান শরনার্থীরা বৈধভাবে পাকিস্তানে থাকতে পারে এবং দেশের মধ্যে ভ্রমণ করতে পারে। এটি দেশের বাইরে ভ্রমণের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

প্রুফ অফ রেজিস্ট্রেশন কার্ড ২০০৬ সালে পাকিস্তানে আফগান শরণার্থীদের জন্য জারি করা হয়েছিল এবং ২০২১ সালে শেষবার দুই বছরের জন্য এটির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল।

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার বলেছেন, পাকিস্তানে বসবাসকারী ৩৭ লাখ আফগানের মধ্যে ১৩ লাখের বেশি আফগান নিবন্ধিত।

পাকিস্তানে ইউএনএইচসিআর এর মুখপাত্র কায়সার খান আফ্রিদি বলেন, জাতিসংঘ পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করছে। আফগান শরণার্থীদের জন্য পাকিস্তানে কমিশনার আব্বাস খান বলেছেন, কার্ডগুলোর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হতে পারে।

তিনি বলেন, কার্ডের মেয়াদ দুই বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হতে পারে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট সংস্থা একটি পাঠাবে যাতে আফগানদের জন্য কোনো সমস্যা না হয়।

রাশিয়ার হামলা সাংস্কৃতিক স্থান, শস্য ভান্ডারের ক্ষতি করছে

ইউক্রেন ঃ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, প্রাক্তন একজন ইউএস মেরিন যাকে গত বছর রাশিয়ার হাতে বন্দি বিনিময়ের মাধ্যমে মুক্ত করা হয়েছিল, তিনি মস্কোর বাহিনীর বিরুদ্ধে ইউক্রেনের পক্ষে লড়াই করার সময় আহত হয়েছেন।

রাশিয়া একটি চুক্তি স্থগিত করার পরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউক্রেনের বাইরে শস্যের ব্যয়বহুল পরিবহনে অর্থায়নে সহায়তা করার কথা বিবেচনা করছে।ওই চুক্তির অধীনে বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অত্যাবশ্যক ইউক্রেনীয় শস্যের কৃষ্ণ সাগর দিয়ে রপ্তানির অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

রাশিয়ার বোমা হামলা ইউক্রেনের সাংকৃতিক স্থানগুলোর পাশাপাশি শস্য সরবরাহের ব্যাপক ক্ষতি করছে। এই শস্য কিয়েভ দরিদ্র দেশগুলোতে পাঠাচ্ছিল।

ইউক্রেনের ওপর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পর পর ব্যতিক্রমী বিশেষ বৈঠকে বুধবার ক্রমবর্ধমান ক্ষতির কথা বলা হয়। জাতিসংঘের সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কোর মতে, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ১১৭টি ধর্মীয় স্থানসহ অন্তত ২৭৪টি ইউক্রেনীয় সাংস্কৃতিক স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জাতিসংঘের সভ্যতা জোটের পরিচালক নিহাল সাদ তার ব্রিফিং এ পরিষদকে বলেছিলেন, ধর্মীয় স্থানগুলো উপাসনার স্থান হওয়া উচিত, যুদ্ধের স্থান নয়। কিন্তু জাতিসংঘে রাশিয়ার উপস্থায়ী রাষ্ট্রদূত দ্যমিত্রি পলিয়ানস্কি বলেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকির সরকার ইউক্রেনে অর্থোডক্সিকে ধ্বংস করার জন্য একটি প্রচারণা চালাচ্ছে। পলিয়ানস্কি নিরাপত্তা পরিষদকে বলেন, যদি রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র সত্যিই ক্যাথেড্রালে আঘাত করতো, যেমনটা জেলেন্সকি সরকার দাবি করে, তাহলে ক্যাথেড্রালের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।কিন্তু এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তবে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়নি।

দামেস্কের শহরতলিতে শিয়া মাজারের কাছে বিস্ফোরণে ৬ জন নিহত, আহত অসংখ্যজন

সিরিয়া ঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বরাত দিয়ে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, আশুরার পবিত্র দিবসের একদিন আগে বৃহস্পতিবার দামেস্কের শহরতলীতে একটি শিয়া মুসলিম মাজারের কাছে একটি ট্যাক্সিতে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। এতে অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষ আহত হয়েছে। রাষ্ট্রচালিত আল ইখবারিয়া টিভি এবং রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, সিরিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাসান আল গাবাশও জানিয়েছেন যে, সাইদা জেইনাব পাড়ায় বিস্ফোরণে আহত ২৬ জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, আরও ২০ জনকে ঘটনাস্থলে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে বা ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, লোকজন সাহায্যের জন্য ডাকার সময় রক্ত এবং ধুলোমাখা দুজন ব্যক্তিকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে নিয়ে যাচ্ছে। আশেপাশের দোকানগুলোর কাঁচ ভেঙে গেছে। একটিতে আগুন ধরে গেছে। আশুরা হলো মহররম মাসের ১০ম দিন, যা শিয়া মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে পবিত্র মাসগুলোর মধ্যে একটি। এই দিনে ৭ম শতাব্দীতে বর্তমান ইরাকের কারবালার যুদ্ধে নবী মুহাম্মদ (সঃ) নাতি ইমাম হুসাইন এবং তার ৭২ জন সঙ্গী শহীদ হয়েছিলেন। আশুরার শোক মিছিল শীর্ষে অবস্থান করে। আশুরার আগের দিনগুলোতে সাইয়েদা জেইনাব পাড়ায় এটি দ্বিতীয় বিস্ফোরণ। মঙ্গলবার সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম একজন পুলিশ কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বলেছে, বিস্ফোরক দিয়ে তৈরি একটি মোটরসাইকেল বিস্ফোরণে দুজন বেসামরিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

শোভাযাত্রা বিগত বছরগুলিতে বহু শোকজ্ঞাপনকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার চেষ্টা করেছিলেন

তিন দশকে এই প্রথম কাশ্মীরের প্রধান শহরে মুসলিমদের শোভাযাত্রার অনুমতি দিল ভারত

শ্রীনগর ঃ তিন দশকেরও বেশি সময় আগে বিতর্কিত অঞ্চলে ভারতবিরোধী বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পর প্রথমবারের মতো বৃহস্পতিবার কাশ্মীরের প্রধান শহরে মুসলিম মাস মুহাররম উপলক্ষে হাজার হাজার শিয়া মুসলমানকে ধর্মীয় শোভাযাত্রা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

বাণিজ্য কেন্দ্র শ্রীনগরে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা বেশিরভাগই কালো পোশাক পরেছিলেন। নিজেদের বুক চাপড়ে শোকগীতি আবৃত্তি করেন তারা। সুইডেন ও ডেনমার্কে ইসলামি পবিত্র গ্রন্থের সাম্প্রতিক প্রকাশ্যে অবমাননার প্রতিবাদে কেউ কেউ কুরআনের কপিও বহন করেন।

ভারত থেকে এই অঞ্চলের স্বাধীনতা বা প্রতিবেশী পাকিস্তানের সাথে সংযুক্তির দাবিতে ১৯৮৯ সালে এক সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হওয়ার এক বছর পরে মুহররমের অষ্টম ও দশম দিনে প্রধান মুহররম জমায়েতগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, কাশ্মীরের একাংশকে নিয়ন্ত্রণ করে পাকিস্তান। অবশ্য মহরমের শোভাযাত্রাকে অংশের অন্যত্র অনুমতি দেওয়া হত।

হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিক, বিদ্রোহী ও সরকারী বাহিনী বিদ্রোহে নিহত হয়েছে।

বিগত বছরগুলিতে বহু শোকজ্ঞাপনকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার চেষ্টা করেছিলেন। এ নিয়ে প্রায়শই পুলিশের সাথে বিবাদ বাঁধে এবং কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া হয়।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই অঞ্চলে সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগরের বেসামরিক প্রশাসক মহম্মদ আইজাজ বলেন, এই শোভাযাত্রা শান্তির সুফল।

শিয়া নেতা ও সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে ধারাবাহিক আলোচনার পর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে, অংশগ্রহণকারীদের দেশবিরোধী স্লোগান বা প্রচারণা বা কোন জাতীয় প্রতীককে অসম্মান করা যাবে না।

সিপিআই(এম) যুব নেতা সুভাষ মুন্ডা হত্যার প্রতিবাদে বাম দলের বিক্ষোভ সভা

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া মার্কসবাদীর ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির সদস্য যুব নেতা সুভাষ মুন্ডা হত্যার বিরুদ্ধে এবং খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বাম দলগুলির কর্মীরা কোডারমা গান্ধী চকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ,রাঁচির দালাদলি চকে অবস্থিত তাঁর অফিসে সিপিএম নেতা সুভাষ মুন্ডাকে গুলি করে হত্যা করেছে অজ্ঞাত অপরাধীরা। বিক্ষোভের সভাপতিত্ব করেন সিপিএম নেতা রমেশ প্রজাপতি। এই বিক্ষোভে প্রধানত বক্তব্য রাখেন সিপিআই জেলা মন্ত্রী প্রকাশ রাজাক, সিপিআইএমেল জেলা সম্পাদক রাজেন্দ্র মেহতা, সিআইটিইউ নেতা প্রেম প্রকাশ, নৌজওয়ান ভারত সভার উদয় দ্বিবেদী।বক্তারা বলেন, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি জনপ্রতিনিধিরাও নিরাপদ নন। সুভাষ মুন্ডা হাটিয়া বিধানসভা থেকে দুবার সিপিএম প্রার্থী হিসাবে এবং সম্প্রতি মান্দার বিধানসভার উপনির্বাচনে শক্তিশালী সিপিএম প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। রাতু নাগদি এলাকার একজন জনপ্রিয় ও সংগ্রামী যুব সংগঠক ছিলেন। যিনি ডিওয়াইএফ আই এবং আদিবাসী অধিকার মঞ্চের ব্যানারে আদিবাসী ও অন্যান্য দরিদ্রদের অধিকার ও অধিকার রক্ষায় সদা প্রস্তুত ছিলেন। এলাকায় তিনি আদিবাসীদের অধিকারের জন্য নিরন্তর আন্দোলনের ময়দানে অবস্থান করতেন। যার কারণে ওই এলাকার স্বার্থান্বেষী মহল এবং আদিবাসীদের জমি দখলকারীরা ভূমি মাফিয়াদের চোখে বিভ্রান্ত হতে থাকে। তার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ওই এলাকার মানুষের ক্ষোভ প্রমাণ করে যে শহীদ সুভাষ মুন্ডা একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। সুভাষ মুন্ডা, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য শুক্রা মুন্ডার তৃতীয় প্রজন্মের একজন তরুণ কমিউনিস্ট কর্মী ছিলেন যিনি তার পিতামহের সংগ্রামী উত্তরাধিকারের ধারক ছিলেন। শহীদ সুভাষ মুন্ডার আত্মত্যাগ বৃথা যাবেনা।খুনিদের শীঘ্রই গ্রেফতার করা না হলে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন তীব্রতর হবে।এই কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বামেরা রাঁচি পুলিশ এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসআইটি তদন্ত দ্রুত করতে এবং সুভাষ মুণ্ডার খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানায়। সভায় মহেশ প্রসাদ সিং, দীনেশ রবিদাস, ধীরাজ যাদব, অশোক রাজাক, শ্যাম ভারতী, ভাগবত সাভ, শম্ভু কুমার, গণেশ, আসগর আনসারি, বজরঙ্গী দাস, মহম্মদ সেলিম, লক্ষ্মণ সাভ, সর্যু দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সরকারী প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষদের কাছে পৌঁছানোই হবে অগ্রাধিকার ঃ মেঘা

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। মেঘা ভরদ্বাজ শুক্রবার বিদায়ী জেলা প্রশাসক আদিত্য রঞ্জনের কাছ থেকে কোডারমা জেলার ২৪ তম জেলা প্রশাসক সহ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মেঘা ভরদ্বাজ, ২০১৬ ব্যাচের ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবা অফিসার, কোডারমা জেলার তৃতীয় মহিলা ডেপুটি কমিশনার। এর আগে তিনি হাজারীবাগের এসডিও, পালামুর ডিডিসি ছিলেন। কোডারমা জেলার ডিসি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পরে, নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক মেঘা ভরদ্বাজ বলেন যে কোডারমা জেলার জন্য সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হল সাধারণ মানুষ যেন সরকারি প্রকল্প এবং পরিষেবার সুবিধা পান। তিনি বলেন যে রাজ্য সরকারের উচ্চাভিলাষী প্রকল্পগুলির পাশাপাশি, তিনি অন্যান্য সমস্ত প্রকল্পগুলি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং সেগুলি এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলার উন্নয়নে যে প্রয়াস চলছে তাও এগিয়ে নেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনায় অগ্রগতি আনারও চেষ্টা করা হবে। তিনি বলেন যে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হবে যাতে উন্নয়ন প্রকল্পগুলি সমস্ত যোগ্য মানুষ এবং সমাজের শেষ কোণে পৌঁছতে পারে। পুলিশ সুপার কুমার গৌরব, ডেপুটি ডেভেলপমেন্ট কমিশনার ঋতুরাজ, মহকুমা আধিকারিক সন্দীপ কুমার মীনা, জেলা পরিবহণ আধিকারিক ভগীরথ প্রসাদ, জেলা কৃষি আধিকারিক এই সহ গোপনীয় ইনচার্জ জয়পাল সোয়, জেলা জনসংযোগ আধিকারিক শিবনন্দন বারাইক এবং কারিগরি দফতরের আধিকারিকগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

স্বামীকে খুনের অভিযোগ উঠলো স্ত্রীর বিরুদ্ধে।ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল প্রধাননগর থানার অন্তর্গত সমরনগর বটতলা সংলগ্ন জামাই বাজার এলাকায়

শিলিগুড়ি ঃস্বামীকে খুনের অভিযোগ উঠলো স্ত্রীর বিরুদ্ধে।ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল প্রধাননগর থানার অন্তর্গত সমরনগর বটতলা সংলগ্ন জামাই বাজার এলাকায়।মৃতের নাম তপন ঘোষ।জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে ঘরের ভেতরে ব্যক্তিকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা।এরপরই খবর দেওয়া হয় পুলিশকে।পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। মৃতের ভাই ও স্থানীয়দের অভিযোগ, তপন আত্মহত্যা করেনি।তাকে হত্যা করেছে তাঁর স্ত্রী।তারা বলেন, তপনের স্ত্রী তাঁর বোন এবং বান্ধবীর সঙ্গে মিলে তাকে প্রথমে মারধর করে।এরপর খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

একটানা ১৮ দিন ধরে স্কুল বন্ধ থাকায় ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা অবরোধ সামিল

কোচবিহার ঃ দিনহাটার ভেটাগুড়ির লাল বাহাদুর শাস্ত্রী হাই স্কুল গত ৬ই জুলাই থেকে একদিকে ভোটের কারণে অন্যদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনী ওই স্কুলে থাকায় বন্ধ রয়েছে স্কুল। একটানা ১৮ দিন ধরে স্কুল বন্ধ থাকায় ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা সোমবার পথ অবরোধ করলো।দিনহাটা কোচবিহার রাজ্য সড়কের ভেটাগুড়ি লালবাহাদুর শাস্ত্রী হাই স্কুলের সামনেই স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা পথ অবরোধ করলে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। সমস্যায় পড়তে হয় নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে।ছাত্র ছাত্রীরা জানান, গত ১৮ দিনেরও বেশি সময় ধরে স্কুল বন্ধ রয়েছে। ভোটের পর কেন্দ্রীয় বাহিনী এখনও স্কুলে রয়েছে। যার ফলে স্কুল বন্ধ।আমাদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ নিয়ে প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই।আমরা পড়াশোনা করতে পারছি না, সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা এখনো পর্যন্ত আমাদের পরীক্ষার সিলেবাস পর্যন্ত জানানো হয়নি।প্রশাসন যদি অবিলম্বে কোনো ব্যবস্থা না নেয় তাহলে আমরা স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দিব। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুশান্ত কুমার রায়, পুলিশ এবং ব্লক প্রশাসন কে বিষয়টি জানিয়েছেন। প্রধান শিক্ষক জানান, কেন্দ্রীয় বাহিনী কবে স্কুল ছাড়বে সেটা পুলিশ ও প্রশাসন উভয়পক্ষই কেউ সঠিক ভাবে জানাতে পারেনি। যার জন্য স্কুল বন্ধ থাকায় ব্যাহত হচ্ছে পঠন পাঠন। স্কুল বন্ধের নির্দেশ পেয়েছিলাম কিন্তু স্কুল খোলার এখনো কোনো নির্দেশ আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি।

তৃণমূল নেতাকে মারধর করার ঘটনায় গ্রেফতার জেলা বিজেপি সম্পাদক বিশ্বরাজ বিশ্বাস ওরফে ছোটোন

উত্তর দিনাজপুর — তৃণমূল নেতাকে মারধর করার ঘটনায় গ্রেফতার জেলা বিজেপি সম্পাদক বিশ্বরাজ বিশ্বাস ওরফে ছোটোন। ঘটনাটি উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া থানার কানকি এলাকার। জানা গিয়েছে গত ১৩ই জুলাই তৃণমূল নেতা ভোলানাথ রায়কে মারধর করার অভিযোগ উঠে জেলা বিজেপি সম্পাদকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় চাকুলিয়া থানায় বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন তৃণমূল নেতা ভোলানাথ রায়। অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার রাতে বিজেপি নেতাকে গ্রেফতার করে চাকুলিয়া থানার পুলিশ। সোমবার অভিযুক্ত বিজেপি নেতাকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলে পুলিশ।অভিযুক্ত বিজেপির নেতার দাবি তৃণমূল নেতার সাথে ঝামেলার কারণে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন ওই তৃণমূল নেতা। তবে তাকে চক্রান্ত করে শান্ত এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে তৃণমূল।বিজেপি জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন বলেন,আজ ওই বিজেপির নেতার বাবার শেষকৃত্যে কাজ ছিল আমরা পুলিশকে অনেক অনুরোধ করি কিন্তু পুলিশ কোন কথা শুনলো না। একজন তৃণমূল নেতার সাথে বচসা করায় ওই বিজেপির নেতার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দিয়ে কোর্টে পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশকে দিয়ে বিজেপিকে চক্রান্ত করে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে তৃণমূল। তবে এভাবে বিজেপি কে দমন করা যাবে না। বরং আরও এগিয়ে যাবে বিজেপি বলে জানান তিনি।

পার্টি ফান্ডে টাকা দেওয়ার নামে এক ব্যবসায়ীর ওপর জুলুমবাজি করার অভিযোগে শিলিগুড়ির শিবমন্দির এলাকা থেকে গ্রেপ্তার ৪

শিলিগুড়ি ঃ এক রাজনৈতিক দলের ফান্ডে টাকা দেওয়ার নামে এক ব্যবসায়ীর ওপর জুলুমবাজি করার অভিযোগে শিলিগুড়ির শিবমন্দির এলাকা থেকে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানার পুলিশ। রবিবার ধৃতদের পাঠানো হল শিলিগুড়ি আদালতে। অভিযোগ, সম্প্রতি অভিযুক্ত এই চারজন একটি রাজনৈতিক দলের ফান্ডে টাকা দেওয়ার নাম করে শিলিগুড়ির শিব মন্দিরের অনুপম সোনার নামে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৬ লক্ষ টাকা দাবি করে। তিনি ১ লক্ষ টাকা তাদের দিয়েও দেন। কিন্তু অভিযোগ তারা আরো টাকা তার কাছে দাবি করে। গতকালও বলপূর্বক ওই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা আদায় করার চেষ্টা চালায় অভিযুক্তরা বলে অভিযোগ। গতকালই মাটিগাড়া থাকায় পুরো বিষয়টি নিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই ব্যবসায়ী। অভিযোগের ভিত্তিতে গতকালই শিবমন্দির এলাকা থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা হল, কৃষ্ণ পোদ্দার, বয়স ২৭, সৌরভ সরকার বয়স ২৮, অভি বর্মন বয়স ২৪, গৌরব বণিক বয়স ৩১। ধৃত চারজনকেই রবিবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

তান্ত্রিকের কোপে আত্মঘাতী দশবছরের পড়ুয়া চাঞ্চল্য

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বোলপুরের বিবেকানন্দপল্লী ক্যানেলপাড় এলাকায় দশবছরের এক শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় । আঠাশে জুলাই নিজের বাড়ির মধ্যেই অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে । মৃতের নাম উজ্জ্বল গুপ্তা (১০) চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র । দরজা জানালা বন্ধ করে জানালার শিকে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে । প্রতিবেশীরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন । অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে মৃতের মা পূজা গুপ্তা । মৃতের মা পূজা গুপ্তা বলেন, কাজ থেকে সকাল এগারোটায় ফিরে জানালা দরজা বন্ধ থেকে প্রতিবেশীদের ডাকি । প্রতিবেশীরা দরজা ভেঙ্গে ঢুকলে দেখা যায় জানলার মধ্যে গলায় দড়ি নিয়ে ঝুলছে আমার ছেলে । গত ছাব্বিশে জুলাই বুধবার বাড়িতে দুই তান্ত্রিক এসেছিল তারাই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত । তান্ত্রিক প্রায় দেড় ঘণ্টা ঘরের মেঝেয় বসে জল নিয়ে কি করছিল । ওরাই এইসব ঘটনা ঘটিয়েছে । এখনো থানায় অভিযোগ দায়ের করি নি । তবে থানায় অভিযোগ দায়ের করবো । এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ।

উত্তরবঙ্গ নিয়ে আক্ষেপের সুর খোদ শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের গলায়

শিলিগুড়ি— এবার উত্তরবঙ্গ নিয়ে আক্ষেপের সুর খোদ শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের গলায়। উত্তরবঙ্গ মানেই একটু পিছিয়ে পরা মনোভাব। পারফরম্যান্সের মধ্যে দিয়ে নিজেদের জায়গা করতে হয়। এমনটাই বক্তব্য গৌতম দেবের।গৌতম দেবের এই মন্তব্যের পরই রাজনৈতিকমহলে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উত্তরবঙ্গ নিয়ে খোদ রাজ্যের শাসকদলের জনপ্রতিনিধির এই মনোভাবে অস্বস্তিতে রাজ্যের শাসকদল। এদিন মেয়র বলেন অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয় উত্তরবঙ্গ পিছিয়ে রয়েছে।এবিষয়ে কলকাতায় সংবাদ মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষও। তিনি বলেন, আমরা সবসময় বলে এসেছি উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত। আজ মেয়র নিজেও এই কথা স্বীকার করে নিলেন।

মালদহের পাকুয়াহাটে মহিলাদের উপরে নির্যাতনের ঘটনায় এবার দিল্লিতে গিয়েও আন্দোলন করলেন উত্তর মালদহের সাংসদ খগেন মুর্মু

মালদহ ঃ মালদহের পাকুয়াহাটে মহিলাদের উপরে নির্যাতনের ঘটনায় এবার দিল্লিতে গিয়েও আন্দোলন করলেন উত্তর মালদহের সাংসদ খগেন মুর্মু। সোমবার দিল্লিতে সংসদ ভবনের সামনে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে দেশের অন্যান্য সাংসদদের সঙ্গে অবস্থান বিক্ষোভ করেন খগেনও। প্রসঙ্গত, মালদহের বামনগোলার পাকুয়াহাটে চোর সন্দেহে মানিকচকের বাসিন্দা দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে গণপ্রহারের অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় নির্যাতিতা মহিলাদেরই পুলিশ পৃথক মামলায় গ্রেফতারের অভিযোগ তুলে সরব হয় বিজেপি। আর বিজেপির এই আন্দোলনকে কটাক্ষ করেছেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি বাবলা সরকার। শহরের ঝলঝলিয়া এলাকায় তিনি জানান, সামনে লোকসভা নির্বাচন। তাই নির্বাচনের আগে এইসব নাটক শুরু করেছেন সাংসদ খগেন বাবু।

পুকুর থেকে ৫ ব্যাগ ও প্রচুর জামাকাপড়, তদন্তে নেমেছে পুলিশ

জলপাইগুড়ি। সাত সকালে কালভার্টের নিচে প্রচুর জামা কাপড় দেখতে পান এলাকাবাসীরা। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল ছড়িয়েছে মেখলিগঞ্জ মহকুমার হলদিবাড়ি ব্লকের উত্তর বড় হলদিবাড়ির বগ্রিবাড়ী এলাকায়। ঘটনায় খবর এক কান দোকান হতেই এলাকায় ভিড় জমে যায় প্রচুর মানুষের। এবং খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন হলদিবাড়ি থানার পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতিতে এলাকাবাসীরা জলে নেমে খোঁজাখুঁজি করে দেখেন জামা কাপড়ের সাথে অন্য কিছু রয়েছে কিনা । ঘটনাকে ঘিরে দূর দূরান্ত থেকে উৎসাহিত মানুষরা এসে ভিড় জমায়েত করেন। এবং মানুষের মনে প্রশ্ন উঠছে কে বা কাহারা এই ঘটনা ঘটালো । বিশ্বজিৎ বর্মন নামে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলেন বয়স্ক থেকে শুরু করে কচিকাঁচাদের প্রচুর জামা কাপড় পড়ে রয়েছে এই কালভার্টের নিচে। তিনি আরো বলেন জামা কাপড়ের পাশাপাশি চার পাঁচটি ব্যাগ উদ্ধার হয়েছে । তিনি আরো বলেন ঘটনাস্থলে হলদিবাড়ি থানার পুলিশ এসে পৌঁছেছেন এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন ।

৩০ টাকাতেই ফিরল ভাগ্যের চাকা! রাতারাতি দিনমজুর থেকে কোটিপতি

কোচবিহার ঃ সংসারে প্রবল অনটন! কোনরকমে দিনমজুরি করে চলে সংসার। বলতে গেলে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় । এক রাতের মধ্যে ঘুরে গেল ভাগ্যের চাকা। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের বালাভুত গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাউকুটি এলাকার দিনমজুর আশরাফুল এখন কোটিপতি! রবিবার সন্ধ্যাতেও তিনি ৩০ টাকা দিয়ে ১ সেম লটারির টিকিট কাটেন, যার নম্বর ৫০ ক্ক ৯০৯২৮ এরপর রাতে ফল প্রকাশের পর জানতে পারেন তিনি প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে আশ্রয় নিয়েছেন তুফানগঞ্জ থানায়। এ ব্যাপারে আশরাফুল হক জানান, দিনমজুরের কাজ করেন তিনি মাঝে মধ্যে লটারির টিকিট কাটতেন তিনি। রবিবার সন্ধ্যাতেও তিনি ৩০ টাকা দিয়ে ১ সেম লটারির টিকিট কাটেছিলেন।, রাতে ফল প্রকাশের পর জানতে পারেন তিনি প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। যেহেতু তার বাড়ি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের প্রত্যন্ত গ্রামে, তাই রাতে থানায় আসতে সাহস পাননি তিনি।

দিনহাটার গীতালদহে এক গৃহ শিক্ষকের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি হল

কোচবিহার ঃদিনহাটার গীতালদহে এক গৃহ শিক্ষকের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি হল। আর এই ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল দিনহাটা ১ নং ব্লকের গিতালদহের ভোরাম গ্রাম । অভিযোগ আশরাফুল হক নামের স্থানীয় এক গৃহশিক্ষকের বাড়ির সামনে গতকাল রাতে বোমাবাজি করে দুস্কৃতীরা। বোমা ফাটার আঘাতে ভেঙে চৌচির হয়ে যায় ওই গৃহ শিক্ষকের বাড়ির সামনে রাখা শৌচালায় স্লাব সহ রান্না ঘরের একাধিক জিনিসপত্র। ওই গৃহ শিক্ষক জানান গতকাল রাতে খাবার খেয়ে যখন তারা ঘুমাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় আচমকা বাড়ির সামনে বোমা ফাটার বিকট শব্দ পান তারা এবং সঙ্গে সঙ্গে বোমার ধোঁয়ায় ঘর ভরে যায়। তারপরেই বাইরে বেরিয়ে এলে দেখেন তাদের বাড়ির সামনেই বোমাবাজি হয়েছে। তিনি আরো জানান যেহেতু তিনি গৃহ শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত তাই কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তার পরিবার যুক্ত নন।এদিকে বোমা ফাটার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌছায় গিতালদহ ফাড়ির পুলিশ। তবে কে বার করা কেন বোমাবাজি করলো তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে দিনহাটা থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই বোমাবাজির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এলাকাজুড়ে।

শহরের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে আয়োজিত হলো বৈঠক

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি শহরের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক সারলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। জল সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয় এদিন।সোমবার পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে আযোজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন PHE, সেচ ও অন্যান্য দপ্তরের আধিকারীকেরা। মূলত শিলিগুড়ি শহরের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে একটি বড় প্রকল্প নিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। সেই প্রকল্পের অগ্রগতি এদিন খতিয়ে দেখা হয়। তার পাশাপাশি এই পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে আর কি কি করনীয় রয়েছে সে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হয়।উল্লেখ্য, পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছে শিলিগুড়ি শহরবাসী। পুরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানীয় জল সরবরাহ নিয়ে সমস্যা দেখা যায়। কোনো কোনো ওয়ার্ডে জল পৌঁছায় না কোথাও বা খুব কম সময় জল সরবরাহ হয়। সেই সমস্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

পাচারের আগে পাঁচজন বাংলাদেশী মহিলা সমেত তিনজন পাচারকারীকে গ্রেফতার করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ

শিলিগুড়ি ঃ গোপন সূত্রের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে পাঁচজন বাংলাদেশী মহিলা সমেত তিনজন পাচারকারীকে গ্রেফতার করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং এনজেপি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে শনিবার এই পাঁচ জন মহিলাকে নিয়ে ঢাকা থেকে রওনা হয় পাচারকারীরা, শনিবার সারারাত পায়ে হেঁটে তারা ভারতের সীমান্ত র কাছে এসে পৌঁছল। উত্তর দিনাজপুর জেলার দোমোহনা এলাকার ভারত বাংলাদেশ সীমানা দিয়ে এই পাঁচ জন মহিলা ভারতে প্রবেশ করে।সেখান থেকে তাদেরকে পাচারকারীরা নিয়ে আসে এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। সেই সময় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের কাছে গোপন সূত্রে খবর আছে এবং সেখান থেকেই তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের সন্দেহ এই ঘটনার সাথে বড় কোন আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের হাত রয়েছে তিনজনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত মান্তু ঘোষের জীবনীর ওপর তৈরি অ্যালবাম রিলিজ করলেন মেয়র

শিলিগুড়ি ঃ অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মান্তু ঘোষের জীবনীর ওপর তৈরি অ্যালবাম রিলিজ করলেন মেয়র। সোমবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে আনুষ্ঠানিকভাবে এই অ্যালবাম রিলিজ করেন মেয়র গৌতম দেব।জানা গিয়েছে, মান্তু ঘোষের জীবনের সফলতা, খেলা নিয়ে তার জীবন, ইত্যাদি বিষয় এই অ্যালবামে তুলে ধরা হয়েছে। এই অ্যালবামের দ্বারা খেলার প্রতি নতুন প্রজন্মের আগ্রহ বাড়ানো সম্ভব হবে বলে আশাবাদী আয়োজক সংস্থা।

মানবতাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেই কথাই আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন মহম্মদ মইনুল

জলপাইগুড়ি— জাতি দাঙ্গায় যখন জ্বলছে মনিপুর। ঠিক তখনই উল্টো ছবি দেখা গেলো জলপাইগুড়ি তে। হিন্দু তীর্থযাত্রীদের সহায়তা প্রদান করে নজির গড়লো এক মুসলিম পরিবার।কিলোমিটারের পর কিলোমিটার হেঁটে শিবের মাথায় জল ঢালতে যাচ্ছে হিন্দু ভক্তরা। দীর্ঘ পথ হেঁটে মন্দিরে পৌঁছাবার আগেই কারোর পায়ে ফোস্কা পড়ছে। অনভ্যাসের ফলে পা ব্যাথা হয়ে যাচ্ছে। আর এই সমস্ত তীর্থ যাত্রীদের হাতে জলের বোতল দিয়ে কিংবা তাদের পায়ে পেইন কিলার স্প্রে করে সেবা দিচ্ছেন এক মুসলিম পরিবার।সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক বিরল নজির দেখা গেলো জলপাইগুড়ি পাহাড় পুর এলাকায়।উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ শৈব তীর্থক্ষেত্র জল্পেশ। শ্রাবন মাসের সবকয়টি সোমবারে এই মন্দিরের অনাদি শিবলিঙ্গে জল ঢালতে আসেন ভক্তরা। এবারেও সেই নিয়মের ব্যাতিক্রম হয়নি।রবিবার রাত থেকেই জাতীয় সড়ক ধরে ভোলে বোম ধ্বনি দিয়ে ভক্তদের ঢল জল্পেশ মন্দিরমুখী।এই সমস্ত ভক্তদের পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করে তাদের পায়ে পেইন কিলার স্প্রে করে দিচ্ছেন মইনুল। আর এই কাজে তাকে সহায়তা করেছে তার স্ত্রী এবং তার বছর আটেকের মেয়ে। শুধু পেইন কিলার নয়। তারা স্ব পরিবারে তীর্থ যাত্রীদের বিনামূল্যে জলের বোতল। ঠান্ডা পানীয় দিচ্ছেন।আর এক ভিন্ন ধর্মের মানুষের কাছ থেকে এই জাতীয় পরিসেবা পেয়ে হতবাক হয়ে গেছে ভক্তরা।তারাও দু হাতে আশীর্বাদ করে গেলেন এই সংখ্যালঘু পরিবারকে।মহম্মদ মইনুল জানায় ছোট বেলা থেকে তিনি জলপাইগুড়ি শহরে বড় হয়েছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এই শহরের একটা অন্যতম দৃষ্টান্ত। তাই হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ তিনি না দেখে সম্প্রতির নজির বজায় রাখতে তিনি সচেষ্ট। তাই হিন্দু তীর্থযাত্রীদের পায়ে পেইন কিলার স্প্রে করে দিচ্ছেন তিনি।মইনুলের স্ত্রী রঞ্জিতা ও তার মেয়ে মুসকান জানালেন মানুষের সেবা করা পরম ধর্ম। তাই আজ তারা প্রায় এক হাজার তীর্থ যাত্রীদের হাতে জলের বোতল তুলে দিয়েছেন। দিয়েছেন সফট ড্রিংক। এছাড়া আরও কয়েক হাজার মানুষের পায়ে পেইন কিলার স্প্রে করে দিয়েছেন।শুভঙ্কর রায়, সুরজিত দেবনাথ নামে তীর্থ যাত্রীরা জানালেন হিন্দু তীর্থযাত্রীদের যাতে মন্দিরে পৌঁছাতে কষ্ট না হয় তারজন্য তাদের পায়ে এইভাবে পেইন কিলার স্প্রে করে দিচ্ছেন এক মুসলিম পরিবার যা দেখে তারা কার্যত অবাক। তারাও এই পরিবারের সমৃদ্ধি কামনা করলেন।

আবারো বড়সড়ো সাফল্য মালদা জেলার ভুতনি থানার

মালদা ঃ আবারো বড়সড়ো সাফল্য মালদা জেলার ভুতনি থানার। একটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই রাউন্ড কার্তুজ সমেত দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো মালদার ভূতনি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভূতনি থানার পুলিশ ভুতনি ব্রিজের কালিতলা মোড়ে হানা দেয় সেখান থেকে সন্দেহভাজন ভাবে কাশিম শেখ ও আকমাল নামে দুই যুবককে আটক করে। তাদের দুজনেরই বাড়ি মানিকচকের রহিমপুর এলাকায়। তাদেরকে তল্লাশি চালাতে উদ্ধার হয় আগ্নেয় অস্ত্র ও দুই রাউন্ড কার্তুজ পুলিশ সূত্রে জানা যায় বিক্রির উদ্দেশ্য তারা দাঁড়িয়েছিল। যদিও পুলিশি হেফাজত চেয়ে আজ ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হবে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

চ্যানেল মারফত জলঢাললেন পূর্ন্যার্থীরা, পরিদর্শন করলেন পুলিশ সুপার

জলপাইগুড়ি ঃ মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে গত রবিবার থেকে ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মন্দিরে গর্ভ গৃহে প্রবেশ নিষেধ করা হয়। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে চ্যানেল মারফত পাইপ দিয়ে জল ঢালার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আর সেই দৃশ্য জয়েন্ট স্ক্রিনে দেখানো হবে। সেই অনুযায়ী রবিবার থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে আদালতের নির্দেশে এই ব্যবস্থায় অনেকেই খুশি পূর্নার্থীরা। তারা জানিয়েছেন এই ব্যবস্থার ফলে ভিড় অনেকটাই কম হচ্ছে। তাড়াতাড়ি জল ঢালা যাচ্ছে মন্দিরে। তাছাড়া জল যে শিব লিঙ্গে পৌঁছাচ্ছে তা দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে। এদিকে এই ব্যবস্থার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে টিকিট কাউন্টার। ফলে টিকিটের ভেদাভেদ অনেকটাই এড়ানো গেছে বলে জানা গেছে। রবিবার থেকে এই পদ্ধতি চালু হওয়ায় পুলিশি নিরাপত্তায় বিষয়টিও বেশ জোরদার করা হয়েছে। মন্দির চত্বর সহ, পুকুর, পার্কিং, রাস্তা সমস্ত জায়গায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। সোমবার সকালে সমস্ত বিষয় দেখতে আসেন জেলা পুলিশ সুপার উমেশ গনপত খাণ্ডবাহালে।

শ্রাবণ মাসের সোমবার শিলিগুড়ির জঙ্গলি বাবা মন্দিরে ভক্তদের ভিড়

শিলিগুড়ি ঃ শুরু হয়েছে শ্রাবণ মাস শিবের মাথায় জল ঢালতে বাঙালির প্রথম সোমবারে ভিড় করতে শুরু করেছেন পুন্যতীরা। এদিন এমনি দৃশ্য ধরা পড়ল আমাদের ক্যামেরায় শিলিগুড়ি লাগুয়া বাগডোগরা জংলিবাবা মন্দিরে। এদিন বনাঞ্চলের ভিতর মন্দির হওয়ায় বনদপ্তরের পক্ষ থেকে পুণ্যার্থীদের ভেতরে প্রবেশের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে মন্দিরে ভিড় করেছেন বিভিন্ন গ্রামের ও শহরের মানুষ। দূর দুরান্ত থেকে পুজো দিতে আসছে। সকাল থেকেই দীর্ঘ লাইন দাঁড়িয়ে পুজো দিচ্ছেন পুণ্যার্থীরা। এই মন্দির ১৯৬২ সালে থেকে পুজো করা হচ্ছে। এই মন্দির মূল দায়িত্বে রয়েছে ব্যাংকডুবি সেনাবাহিনীর জাওয়ানরা।বনাঞ্চল হওয়ায় বনদপ্তরের দায়িত্বে।আর প্রতিনিয়ত এই জঙ্গলে হাতি যাতায়াতের আনাগোনা রয়েছে। তাই বিভিন্ন জায়গায় বনকর্মীদের দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে পুণ্যার্থীদের মধ্যে ও মন্দিরের পূজারীরা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।এ বছর বনদপ্তর জনপ্রতি ২০ টাকা ও বাইক পার্কিংয়ের জন্য ২০ টাকা নেওয়া হচ্ছে কেন।এটাই প্রশ্ন করছে সাধারণ মানুষ কারণ মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে কোন টিকিট কাটতে হয় না সাধারণ মানুষকে। কারণ সেটির দায়িত্ব রয়েছে সেনা বাহিনীর হাতে। তবে বনদপ্তর কেন প্রবেশের সময় টিকিট কেটে প্রবেশ করাচ্ছেন।সে বিষয় বনদপ্তরের আধিকারিকদের কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি রীতিমতো বাগডোগরা পুলিশ প্রশাসন ও ট্রাফিক গাডেন অফিসাররা দায়িত্ব পালন করছেন। পুজো ঘিরে রীতিমতো মেলার উৎসব তৈরি হয়েছে।মন্দির থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে বসেছে ছোট মেলা।অন্যদিকে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে পুণ্যার্থীদের খাওয়ানো হচ্ছে খিচুড়ি প্রসাদ।

মহানন্দা নদীতে স্নান করতে নেমে আচমকায় তলিয়ে গেল এক ব্যক্তি

মালদা ঃমহানন্দা নদীতে স্নান করতে নেমে আচমকায় তলিয়ে গেল এক ব্যক্তি। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার মঙ্গলবাড়ী স্কুলপাড়া এলাকায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ সহ পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা। তলিয়ে ওই ব্যক্তির খোঁজ শুরু করে দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা। যদিও এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রশাসনের কর্মীরা নদীতে সন্ধান চালিয়েও ওই ব্যক্তির খোঁজ পাইনি।

পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ জানিয়েছেন, এদিন দুপুরে অরুন মন্ডল (৪০) নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি মহানন্দা নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন স্নান করার সময় হঠাৎ করেই ওই যুবকটি নদীর গভীরে তলিয়ে যায়। পেশায় ভ্যানচালক ওই ব্যক্তি সাঁতার জানতো না।এরপরেই তার খোঁজ শুরু হয়েছে। যদি এখনো বর্ষার মরশুমে নদীর জল বাড়তে শুরু করেছে । এই পরিস্থিতিতে সতর্কতা অবলম্বন করে নদীতে নামার বার্তা দিয়েছেন পুরাতন মালদা পুরসভা কর্তৃপক্ষ।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি ও তৃনমূল কর্মীদের মারধরের ঘটনায় গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি। পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি ও তৃনমূল কর্মীদের মারধরের ঘটনায় শিলিগুড়ির রাজা হোলি এলাকা থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। জানা গিয়েছে গত শুক্রবার, বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি ও কিছু তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ ওঠে বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। সেদিন রাতেই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নেমে রবিবার রাতে শিলিগুড়ির রাজা হোলি এলাকা থেকে মহম্মদ সোনু নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে সোমবার দুপুরে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়া থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জগন্নাথপুর থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায়। ওই যুবকের নাম চঞ্চল সিং(২৪)। জানা গিয়েছে যে এদিন পরিবারের সদস্যদের বাড়ির পেছনে গাছে ওই যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান। এই দেখে তরীঘরী পরিবারের সদস্যরা খবর দেয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে উত্তরবঙ্গ ম্যাডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

জমি দখলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা মাটিগাড়া ব্লকের পেলকুজ্যোত এলাকায়

শিলিগুড়ি ঃ মাটিগাড়া ব্লকের অন্তর্গত পেলকুজ্যোত এলাকায় জমি দখল কে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা। ঘটনাস্থলে মাটিগাড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। জানা গিয়েছে ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা বাসুদেব ঘোষের এক একর জমি রয়েছে। তার মধ্যে ১৫ কাঠা জমি তিনি কামতাপুর কালচারাল সোসাইটিকে দান করেছে। তবে অভিযোগ ওই জমিতে গতকাল রাতের অন্ধকারে কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির দলীয় পতাকা ব্যবহার করে কিছু ব্যক্তি অস্থায়ীভাবে সেখানে ঘর করে জমি দখল করার চেষ্টা করে। বিষয়টি সকালে কামতাপুর কালচারাল সোসাইটির সদস্য ও জমির মালিকের নজরে আসতেই তীব্র গন্ডগোলের সৃষ্টি হয়।জানাগেছে কামতাপুর কালচারাল সোসাইটির সদস্যরা এবং কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট বুদারু রায় জমিতে তৈরি করা বাড়িগুলিকে ভাঙার চেষ্টা করলে গন্ডগোল থেকে হাতাহাতিতে শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে । এতেই পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে মাটিগাড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। পাশাপাশি ওই জমিকে দখল করে তৈরি করা অস্থায়ী বাড়িগুলিকে ভেঙে দেওয়া হয়। ঘটনার নিয়ে ইতিমধ্যেই মেডিক্যাল ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করে কামতাপুর কালচারাল সোসাইটির সদস্যরা। অন্যদিকে স্থানীয় এলাকাবাসীদের দাবি ওই জমি সরকারি জমি, ফলে তাদের বাড়িঘর না থাকায় ওই জমিতে বাড়িঘর করে তারা বসবাস করবেন।

আলিপুরদুয়ারে শোষণের অভিযোগে কাজ বন্ধ করে দিল চা শ্রমিকরা

আলিপুরদুয়ার ঃ কাজে যোগদান না করে সোমবার বিক্ষোভে সামিল হল কালচিনি ব্লকের ভার্ণবাড়ি চা বাগানের শ্রমিকরা। শ্রমিকদের অভিযোগ, বাগান কতৃপক্ষের তরফে তাদের একপ্রকার শোষণ করা হচ্ছে। বাগানের যে সেকশনে চা পাতা কম সেখানে কাজে লাগানো হচ্ছে, বাগান কতৃপক্ষের দেওয়া লক্ষমাত্রার কম পাতা ওঠালে শ্রমিকদের বেতন থেকে সেই টাকা কাটা হচ্ছে। অন্যদিকে, ২৫ কেজির বেশি তুললে যে বর্ধিত টাকা বা ইলপি (এক্সট্রা লিফ প্রাইজ) দেওয়ার কথা শ্রমিকদের সেটাও দেওয়া হচ্ছে না। এরপরেই এদিন কাজে যোগদান না করে আন্দোলনে সামিল হয় শ্রমিকরা।তারা জানান, 'আমাদের সমস্যার সমাধান না হলে এরূপই আন্দোলন চলবে

মালদায় মৃত্যু হল আরও এক পরিযায়ী শ্রমিকের

মালদা ঃ ভোট দিয়ে ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল পরিযায়ী শ্রমিকের। কান্নায় ভেঙে পড়েছে বৃদ্ধ বাবা ও মা। ভিন রাজ্য থেকে দেহ নিয়ে আসার খরচ কিভাবে জোগাবে, তাই ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছেনা পরিবার।সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন পরিবার পরিজনদের। এলাকায় কর্মসংস্থান না থাকার কারণেই পেটের টানে বাইরে যেতে হচ্ছে এলাকার যুবকদের,অভিযোগ প্রতিবেশীদের।১০০ দিনের কাজ বন্ধ থাকার কারণে এলাকার ছেলেদের বাইরে যেতে হচ্ছে অভিযোগ তৃণমূলের।মালদহের চাঁচল ১ নং ব্লকের কলিগ্রাম শহরবাগের বাসিন্দা রমজান খান (২২)।এলাকায় কাজ নেই।বাড়িতে রয়েছে বৃদ্ধ বাবা মা। সংসারের হাল ধরতে পাড়ি দিয়েছিলেন ভিন রাজ্যে। দীর্ঘ দুই বছর ধরে তিনি ভিনরাজ্যে ফলস সেলিং এর কাজ করতেন।পঞ্চায়েত ভোটের সময় ভোট দিতে এসেছিলেন বাড়িতে।ভোট দিয়ে ঠিকাদারের অধীনে কাজ করতে যান ছত্রিশগড়ে। বাড়িতে বলে যায় এক মাস কাজ করে আবার মহরমে বাড়ি ফিরবে।কিন্তু আর ফেরা হলো না রমজানের। রবিবার রাত ন'টায় বাড়িতে ফোন আসে ফলস সিলিং এর কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হয়েছে রমজানের। এই খবর শোনার পর যেন আকাশ ভেঙে পড়ে রমজানের বাবা এক্রাকুল খানের মাথায়।একদিকে পুত্রশোক অন্যদিকে সংসারের চিন্তা।কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছেন রমজানের বৃদ্ধ বাবা। রমজানের মা মারুফা বিবি কেঁদেই চলেছেন।শোকস্তব্ধ প্রতিবেশীরাও।সুদূঢ় ছত্রিশগড় থেকে রমজানের মৃতদেহ কিভাবে বাড়িতে আনা হবে তা নিয়ে চিন্তিত রমজানের পরিবার।রমজানের তিন দাদা থাকলেও তারা প্রত্যেকেই বিবাহিত।দিনমজুরের কাজ করে কোনক্রমে নিজেদের সংসার চালায়।তাই বৃদ্ধ বাবামায়ের দেখভালের দায়িত্ব ছিল রমজানের উপরেই।বাবা মা যাতে একটু ভালো থাকে।তাই তাদের মুখে হাসি ফোটাতেই ভিন রাজ্যে কাজ করতেন রমজান।

রমজানের বাবা এক্রাকুল খান বলেন, এখানে তো সেই ভাবে কোনো কাজ নেই।ছেলেটা সংসার চালানোর জন্য বাইরেই কাজ করত।ভোট দিতে এসেছিল।ভোট দিয়ে আবার গেল।বলেছিল ঠিকাদার ডেকেছে ১০ দিনের কাজ আছে।আবার মহরমে আসব।কিন্তু ছেলেটা আমার চলে গেল।ওই আমাদের সব ছিল।সরকারের কাছে আবেদন যাতে দেহ আনার ব্যবস্থা হয়।আর কিছু যদি ক্ষতিপূরণ পায়। প্রতিবেশী নূর আলমের দাবি, যে চলে গেল সে তো আর ফিরবে না।কিন্তু ওদের পরিবার খুব গরীব।এখন পরিবারটা কিভাবে চলবে।তাই এটাই আবেদন করব সরকার ক্ষতিপূরণ দিক এদের।

অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক উইমেনস কমিটি মণিপুর এবং মালদায় মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনার বিরুদ্ধে একটি সমাবেশ করেছে

জলপাইগুড়ি ঃ মনিপুর জ্বলছে, জ্বলছে ভারতবর্ষ,জ্বলছে পশ্চিমবঙ্গ।রাষ্ট্রীয় উদাসীনতায় মনিপুরের নারী শক্তি বিবস্ত্র হচ্ছে। ধর্ষিত ও নিগৃহীত কন্যারত্ন। এরই প্রতিবাদে গর্জে উঠুন। সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি এই স্লোগানকে সামনে রেখে সোমবার ধিক্কার মিছিল বের করেন শহর জলপাইগুড়িতে।

মনিপুরের ঘটনা এবং মালদায় দুই আদিবাসী মহিলাকে বিবস্ত্র করে নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে জলপাইগুড়িতে বিক্ষোভ শামিল সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে। শহরে বিক্ষোভ ধিক্কার মিছিল বের করার পাশাপাশি জলপাইগুড়ি শহরের থানা মোড়ে বিক্ষোভ দেখালো সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা জেলা কমিটি।

কোচবিহারের ধর্ষণের শিকারের সাথে দেখা করলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা

কোচবিহার ঃ কোচবিহার দুই নম্বর ব্লকের খাপাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ধর্ষিতা অসুস্থ নাবালিকার সঙ্গে আজ দেখা করলেন কথা বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার। গত ১৮ জুলাই স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে কিছু দুস্কৃতী ওই নাবালিকা ছাত্রীকে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনা দুদিন পর কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ওই নাবালিকাকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায়। ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বর্তমানে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ওই নাবালিকার চিকিৎসা চলছে। বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা আজ ওই ধর্ষিতা নাবালিকার সঙ্গে দেখা করতে যান এবং তার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। পাশাপাশি পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে সমস্ত বিজেপি কর্মীরা আহত হয়েছে এবং নিহত হয়েছে সেই সমস্ত বিজেপি কর্মী এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাহুল সিনহা।

আলিপুরদুয়ারের মধু ও নিমতিঝোড়া চা বাগানে কয়েকদিন ধরে ধর্মঘট চলছে

আলিপুরদুয়ার ঃ সময়মত বেতন প্রদান, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান সহ একাধিক দাবিতে আন্দোলনে সামিল হল কালচিনি ব্লকের মধু চা বাগানের শ্রমিকরা । গত দুই দিন ধরে মধু চা বাগানের শ্রমিকরা আন্দোলনে সামিল হয়েছে। মঙ্গলবার ও সকাল থেকে বাগানের অফিসের সামনে গেট মিটিং এ সামিল হয় মধু চা বাগানের শ্রমিকরা । শ্রমিকরা জানান দাবি না মানা ওবধি তাদের আন্দোলন চলবে । ওপরদিকে গত তিন দিন ধরে আন্দোলন চলছে আলিপুরদুয়ার জেলার নিমতি ঝোরা চা বাগানে। বকেয়া বেতন প্রদান সহ একাধিক দাবিতে নিমতিঝোরা চা বাগানের শ্রমিকরা তিন দিন থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্ষপূর্তিতে আয়োজিত হল রক্তদান শিবির

দার্জিলিং ঃ লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্ষপূর্তিতে বাগডোগরা এলাকায় আয়োজিত হল একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। এই শিবিরে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ।

লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন বোর্ডের এক বছর পূরন হল। সেই উপলক্ষে মঙ্গলবার এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। এই শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ সহ অন্যান্যরা। এই শিবির থেকে মোট ১০০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হবে বলে জানা যায়। সংগৃহিত রক্ত শিলিগুড়ি তরাই লায়েন্স ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়।

শিলিগুড়ির তিনবাত্তি মোড়ে তৈরি হবে নতুন বাস টার্মিনাস, এলাকা পরিদর্শনে গেলেন মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি ঃ তিনবাত্তি মোড়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার জায়গায় তৈরি হবে নতুন বাস টার্মিনাস ও NBSTC এর প্রশাসনিক ভবন। মঙ্গলবার, দিল্লি থেকে আগত বাস্তুকর তথা স্থপতি পি আর ম্যাহেতাকে সঙ্গে নিয়ে এলাকা পরিদর্শনে গেলেন মেয়র গৌতম দেব। এদিন তিনবাত্তি মোড়ের নতুন বাস টার্মিনাসের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন মেয়র। তবে, পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রেলের ওপর ক্ষোভ উগরে দেন মেয়র। এদিন মেয়র গৌতম দেব বলেন, এই কাজ করতে রেলের তরফ থেকে অসহযোগিতা করা হচ্ছে। এই জায়গা NBSTC এর হলেও রেল নিজের বলে দাবি করছে। এই জায়গার সমস্ত কাগজপত্র রয়েছে। সকলের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মালদার দুই নির্যাতিতা মহিলাকে সংবর্ধনা জানানো হল

মালদা ঃজেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মালদার দুই নির্যাতিতা মহিলাকে সংবর্ধনা জানানো হল। মঙ্গলবার মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকায় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে তাদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। নতুন শাড়ি, ফুলের মালা এবং কিছু খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়ে মালদার দুই নির্যাতিতা মহিলাকে সংবর্ধনা জানানো হয় এদিন। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী মধুময় সরকার।

উল্লেখ্য, মালদার পাকুয়াহাট এলাকায় চোর সন্দেহে দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধর করার ঘটনার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। এই ঘটনার পর পাল্টা দোষীদের গ্রেপ্তার না করে ওই দুই নির্যাতিতা মহিলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ বলে অভিযোগ। যদিও পুলিশ দুই মহিলাকে মারধরের ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করে পরে। এদিকে পাকুয়া পুলিশ ফাঁড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগ দিয়ে জেলে পাঠানো হয় দুই মহিলাকে বলে জানা যায়। ঘটনার প্রতিবাদে ঝড় উঠে গোটা জেলা জুড়ে। অবশেষে সোমবার মালদা জেলা আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করে। মঙ্গলবার মালদা জেলা সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পান তারা। জানা যায় এরপর মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকায় নির্যাতিতা এই দুই মহিলাকে সংবর্ধনা জানানো হয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে।

রাতের অন্ধকারে চা বাগানে দুস্কৃতীদের তান্ডব

উত্তর দিনাজপুর ঃ রাতের অন্ধকারে চা বাগানে দুস্কৃতীদের তান্ডব। প্রায় কয়েক হাজার চা গাছ কেটে উপরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো কিছু দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার কুমারটোল গ্রামের বাজারগছ এলাকায়। বাগান মালিক লতিফুল আলী জানান সকালে বাগানে কাজ করতে আসলে ঘটনাটি তার চোখে পড়ে। তিনি দেখতে পান প্রায় এক বিঘা জমিতে লাগানো চা গাছ উপরে পড়া রয়েছে। প্রায় তিন হাজারেরও বেশি চা গাছ নষ্ট করেছে দুস্কৃতীরা। শুধু তাই নয় চা বাগানে লাগানো অন্যান্য গাছ গুলিও কেটে নষ্ট করেছে দুস্কৃতীরা। তার অভিযোগ এর আগেও একই ভাবে ক্ষতি করেছে দুস্কৃতীরা। এই ঘটনায় চোপড়া থানায় লিখিত ভাবে অভিযোগ করে দুস্কৃতীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন বাগান মালিক লতিফুল আলী। খবর দেওয়া হয় চোপড়া থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চোপড়া থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপির মহাসমাবেশে হাজার হাজার নেতাকর্মীর সমাগম

ঢাকা ঃ মহাসমাবেশে যোগ দিতে, শুক্রবার (২৮ জুলাই) বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে হাজার হাজার নেতাকর্মী সমবেত হয়। সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতাকর্মীরা সমাবেশ স্থলে আসতে থাকেন। কয়েক হাজার নেতাকর্মী বৃহস্পতিবার (২৭ জুলাই) রাতে ঢাকার নয়াপল্টন এলাকায় ভিড় করেন এবং সেখানে রাত কাটান। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে, ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মীকে মিছিল নিয়ে নয়া পল্টনে আসেন। ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড ও নেতাদের প্রতিকৃতি হাতে নিয়ে তারা সরকারবিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন। বিজয়নগর থেকে নয়াপল্টন পর্যন্ত সড়ক ও গলিতে বিএনপি নেতাকর্মীদের ভিড়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।রাজধানী ঢাকার প্রবেশপথে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তল্লাশির মুখে পড়তে হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন অনেক বিএনপি নেতাকর্মী। সমাবেশের জন্য বিএনপি নয়টি ট্রাকে একটি বড় মঞ্চ তৈরি করেছে, লাল গালিচা বিছিয়ে চারদিকে মাইক স্থাপন করেছে। সংস্কৃতি কর্মী ও সাংবাদিকদের জন্য আলাদা দুটি মঞ্চও নির্মাণ করা হয়েছে। রোদে জনসমাগম চাঙ্গা রাখতে বিএনপির সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিল্পীরা দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। নির্দলীয় সরকারের অধীনে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য, এক দফা দাবিতে বিএনপির ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর মহানগর শাখা এই সমাবেশের আযয়োজন করছে। বিএনপি ছাড়া, ৩৭টি সমমনা রাজনৈতিক দল ও জোট বিভিন্ন এলাকায় পৃথক সমাবেশের আযয়োজন করেছে। এদিকে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের তিনটি সহযোগী সংগঠন যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগ নয়াপল্টনে বিএনপির সমাবেশ থেকে ১ দশমিক ৭ কিলোমিটার দূরে, বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটের সামনে সমাবেশের আয়োজন করেছে।

আওয়ামী লীগের সমাবেশস্থলে হাজার হাজার নেতাকর্মীর স্লোগান

ঢাকাঃ সারাদেশ থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তিন সহযোগী সংগঠনের হাজার হাজার নেতাকর্মী তাদের শান্তি সমাবেশস্থলে যোগ দিয়েছে। শুক্রবার (২৮ জুলাই) জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে এ শান্তি সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগ এই সমাবেশের আয়োজক। বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলের দ্বারা সৃষ্ট যে কোনো ধরনের নৈরাজ্য বানচালের অঙ্গীকার সম্বলিত ব্যানার ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড বহন করে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা সমাবেশ স্থলে আসেন। অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছানোর সময় তারা স্লোগান দেন। আওয়ামী লীগের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যায় শত শত সমর্থক সমাবেশস্থলের দিকে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নেতাকর্মীদের বেশ কিছু ছবিও শেয়ার করা হয়েছে এই পেজএ। বিএনপির জনসভা থেকে ১ দশমিক ৭ কিলোমিটার দূরে নয়াপল্টন বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ মসজিদের দক্ষিণ গেটে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

রাজপথে সংঘাতের রাজনীতি শুরু?

ঢাকা ঃ দুই দলের ঢাকায় সমাবেশের পরদিনই রাজপথে সংঘাত শুরু হয়েছে। ঢাকার প্রবেশ পথে বিএনপির অবস্থান কর্মসূচি নিয়ে বৃহস্পতিবার এই সংঘাতসংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের সঙ্গে বিএনপির, আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপির এই সংঘাতে আহত হয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। আটক করা হয়েছে বিএনপির ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক আমান আমানউল্লাহ আমানকে। তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঢাকার মাতুয়াইল এলাকায় তিনটি বাসে আগুন, শ্যামলীতে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর এবং আরো কয়েকটি এলাকায় প্রাইভেট কার ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। বিএনপি শুক্রবার সমাবেশের পরই ঢাকার প্রবেশ পথগাবতলী, উত্তরা, নয়া বাজার ইউসুফ মার্কেট ও শনির আখড়ায় শনিবার সকাল ১১টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি দেয়। আর আওয়ামী লীগও ওইসব এলাকায় বিএনপির কর্মসূচি ঘোষণার পর সমাবেশের কর্মসূচি দেয়। কিন্তু রাতেই ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) জানায় তার কোনো দলকেই কর্মসূচি পালনের অনুমতি দেয়নি। পুলিশ রাতেই ওইসব এলাকায় অবস্থান নেয়, শনিবার সকালে অবস্থান আরো শক্ত করে। শনিবার সকাল ১১ টার দিকে পুরনো ঢাকার ধোলাইখালে অবস্থান নেয়াবিএনপির নেতাকর্মীদের পুলিশ ধাওয়া দিয়ে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। পুলিশের ধাওয়ায় তারা কিছুটা পিছু হটে পুলিশকে ধাওয়া দিলে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় আহত হন। তার মাথা ফেটে রক্ত পড়তে দেখা যায়। তিনি শুয়ে পড়লে তাকে পুলিশ লাঠিপেটা করে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। এরপর তাকে পুলিশ নিয়ে যাওয়ার সময় জানায় তাকে হাসপাতালে নেয়া হচ্ছে। পরে তাকে ডিবি অফিসে নেয়া হয়। বিকেলে পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়। ধোলাইখালে এক ঘণ্টা ব্যাপী এই সংঘর্ষে পুলিশ লাঠিচার্জ ছাড়াও কাঁদানে গ্যাসের শেল ও রাবার বুলেট ছোড়ে। বিএনপির নেতাকর্মীরা ইটপাটকেল ছোড়ে। এদিকে সকাল ১১টার দিকে গাবতলী এলাকায় সড়কের পাশে বিএনপির নেতাকর্মীরা ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক আমানউল্লাহ আমানের নেতৃত্বে অবস্থান নেন। তার অল্প দূরেই অবস্থান নেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। দুপুর ১২ টার দিকে পুলিশ আমানকে সরে যেতে বললে তিনি রাজি হননি। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। এক পর্যায়ে তিনি অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পুলিশ তাকে হাসপতালে নিয়ে যায়। তাকে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি হাসপাতালে ভর্তির পর প্রধানমন্ত্রী তার প্রতিনিধির মাধ্যমে তাকে ফল ও খাবার পাঠান। চিকিৎসার খোঁজ নেন এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য যেকেনো জায়গায় যেতে চাইলে তার ব্যবস্থার আশ্বাস দেন। পরে আমান আটকমুক্ত হয়ে সেখান থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে যান। এছাড়া উত্তরায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও পুলিশের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়েছে। সেখানে অন্তত ১০ জন আহত হন। গাবতলীতে বিএনপির নেতাকর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। মাতুয়াইলে পুলিশ ও বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। ওই এলাকায় তিনটি যাত্রীবাহী বাসে আগুন দেয়া হয়।

সম্পাদকীয়

ইইউ নির্বাচনে আলোচনায় জার্মানির কট্টর ডান এএফডি

পূর্ব জার্মানির মাগডেবুর্গ শহরে এএফডি পার্টি কংগ্রেস করছে। সম্প্রতি একটি নির্বাচনে জেতার পর অতি ডানপন্থি এই দলের মনোবল আরো খানিকটা শক্তিশালী হয়েছে বলে মনে করেছেন বিশেষজ্ঞদের অনেকে। অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি এএফডি শনিবার আগামী বছরের জুনেইইউ নির্বাচনের জন্য তাদের প্রার্থীতালিকা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য বেশ কিছু দিন হাতে রয়েছে। আগামী সপ্তাহান্ত পর্যন্ত এএফডি এর দলীয় কংগ্রেস চলবে। পূর্ব জার্মানির মাগডেবুর্গে প্রথমবার সম্মেলন করছে দলটি। এই সম্মেলনকে ঘিরে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচিরও আশঙ্কা রয়েছে। ইইউ প্রার্থীদের নিয়ে আলোচনার পর দলটি ব্লকের অন্যান্য অতি ডানপন্থি দলগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার জন্য ভোট দিয়েছে। প্রতিনিধিরা গতকাল ইউরোপীয় পার্লামেন্টে অতিডান (আইডেন্টিটি অ্যান্ড ডেমোক্রেসি) আইডি গ্রুপে যোগদানের জন্য দলীয় নেতৃত্বের ইচ্ছার কথা মাথায় রেখে ভোট দেন। আইডি গ্রুপের মধ্যে রয়েছে ফ্রান্সের ন্যাশনাল র‍্যালি, যার নেতৃত্বে রয়েছেন মারিন লে পেন এবং ইটালির লেগা। বর্তমানে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে এএফডি এর নয়জন সংসদ সদস্য রয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক জনমত জরিপে দেখা যাচ্ছে দলটির জনপ্রিয়তার হার বেড়েছে। এখন এখন ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ২০টির কাছাকাছি আসনের প্রত্যাশা করছে দলটি। কংগ্রেসে সহপ্রধান অ্যালিস ভাইডেলের বক্তব্যেও এ কথা ফুটে উঠেছে। এএফডির শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা ইইউকে একটি নিছক অর্থনৈতিক ইউনিয়নে পরিণত করতে চান। এমনকি অনেকে চান, জার্মানি ব্লক ছেড়ে বেরিয়ে আসুক। তিনি বলেন, ইউরোপীয় স্তরে এএফডির লক্ষ্য ছিল ইইউ প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা হ্রাস করা। তার কথায়, আমরা ইইউ এর সদস্য দেশগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছি। পার্টি নেতৃত্ব ইউরোপীয় পার্লামেন্টকে বিলুপ্ত করার পক্ষে। ভাইডেল তার দলের অভিবাসন বিরোধী এজেন্ডার কথাও বলেছেন। তার কথায়, আমাদের অবশ্যই ইউরোপের চারপাশে একটি দুর্গ তৈরি করতে হবে। আমাদের ইউরোপীয় অংশীদারদের নিয়ে এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছি। অন্যান্য জার্মান দলগুলো আগেই এএফডির একযোগে কাজ করা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলো। তিনি এই আপত্তি প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। এএফডির অতিডানপন্থি অবস্থানের কারণে মূলধারার দলগুলো যেমন রক্ষণশীল সিডিইউ এবং সেন্ট্রাল লেফট এসপিডি, এএফডির সঙ্গে জোট খারিজ করে দিয়েছে। এএফডির টুরিঙ্গিয়া শাখার চেয়ারম্যান ব্যোর্নকে জার্মানির অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা ডানপন্থি এবং চরমপন্থি হিসাবে উল্লেখ করেছে এএফডি নেত্রীর যুক্তি, আমাদের পক্ষে ভোট দিয়েছেএমন লক্ষ লক্ষ ভোটারকে বাদ দেওয়াও তো অগণতান্ত্রিক। আমরা যে কারো সঙ্গে কথা বলতে রাজি। এএফডি একটি স্বাধীন দল ছিলো। এটি উদ্যোক্তা এবং শ্রমিকদের দল ছিলো। এই দেশে করদাতাদের দল আমরা। তাকে সমর্থন জানিয়েছেন ব্যোর্ন হ্যোকে। এএফডির টুরিঙ্গিয়া শাখার চেয়ারম্যান ব্যোর্নকে জার্মানির অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা ডানপন্থি এবং চরমপন্থি হিসাবে উল্লেখ করেছে। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে ফিনিক্সকে ব্যোর্ন হ্যোকে বলেন, এই ইইউর মৃত্যু হলে আসল ইউরোপ প্রাণে বাঁচবে। রাষ্ট্রগুলির একটি নতুন ইউরোপীয় জোটের আহ্বান জানান তিনি। সাম্প্রতিক মতামত জরিপগুলো অনুসারে, এএফডি বর্তমানে জার্মান জনগণের প্রায় ১৮ থেকে ২২ এর ভোট পাচ্ছে। দলটি চলতি বছরের জুনে পূর্ব জার্মান শহর সোনেবার্গে প্রথমবারের মতো কোনো শাসক পদে জয়ী হয়েছে। প্রথমবারের মতো একটি মেয়র পদেও তারা জয়ী হয়েছে। দলটির উত্থান আসলে অভিবাসী বিরোধী এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে ঘিরেই। জার্মানির স্থবির হয়ে পড়া অর্থনীতি এবং মুদ্রাস্ফীতির ফলে অসন্তুষ্ট ভোটারদের ভোট পেয়েছে তারা। অনিয়মিত অভিবাসন ঘিরে অসন্তোষের আঁচ রয়েছে দেশের নানা প্রান্তে।

ভিডিও মুছে ফেলার নির্দেশ দিলেন ট্রাম্প, গোপন নথি মামলায় দ্বিতীয় কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

যুক্তরাষ্ট্রের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, গোপন নথি রাখার অভিযোগে তদন্ত চলাকালে ডনাল্ড ট্রাম্প তার ফ্লোরিডা রিসোর্টের কর্মচারিদের নিরাপত্তা ভিডিও মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। আইনজীবীরা ট্রাম্পের কর্মচারিদের দ্বিতীয় সদস্যের বিরুদ্ধে গোপন নথিপত্র লুকাতে সহায়তা করার অভিযোগও এনেছিলেন।

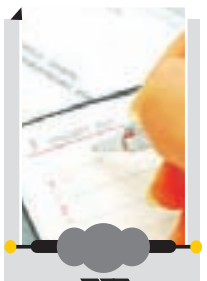

ভুবন
প্রাবন্ধিক

যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ কৌঁসুলি জ্যাক স্মিথ ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তিনটি নতুন ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং এই নিয়ে মোট ৪০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ট্রাম্পকে গোপন নথিপত্র লুকানোতে সাহায্য করার জন্য মারালাগো অবকাশ নিবাসের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী কার্লোস ডি অলিভিয়েরার বিরুদ্ধে বিচার কাজে বাধা দেওয়ার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনা হয়েছে। বিচার বিভাগ তাদের সমনজারি করার পরে ৫৬ বছর বয়সী ডি অলিভিয়েরা ঐ রিসোর্ট যেখানে ট্রাম্প বসবাস করেন সেখানকার আরেক কর্মীকে বলেন, বস

ফ্লোরিডার এই রিসোর্টের নিরাপত্তা ভিডিও মুছে ফেলতে চান ।

আইনজীবীরা ডি অলিভিয়েরার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় এফবিআইয়ের কাছে মিথ্যা বলার অভিযোগ এনেছে। তিনি মিথ্যা দাবি করেছেন যে মারালাগোতে গোপন নথির বাক্স স্থানান্তরে তার কোনও সংশ্লিষ্টতা নেই।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে ডি অলিভিয়েরা এজেন্টদের বলেছিলেন,কখনও কিছুই দেখিনি। ডি অলিভিয়েরার আইনজীবীর কাছে মন্তব্যে জন্য অনুরোধ করা হলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেননি।

২০২০ সালের নির্বাচনের ফলাফলে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের কাছে তার পরাজয় উল্টে দেয়ার প্রচেষ্টা নিয়ে বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার আইনজীবীরা বৈঠক করেছেন বলে ট্রাম্প জানানোর কয়েক ঘণ্টা পর এই অভিযোগ প্রকাশ করা হয়। এটি এমন একটি বিষয় যার ফলে শীঘ্রই আরেকটি ফোজদারি মামলা আসতে পারে।

এক বিবৃতিতে ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণা থেকে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তার আশেপাশের লোকজনকে হয়রানি করার জন্য বাইডেন ক্রাইম ফ্যামিলি ও তাদের বিচার বিভাগের ক্রমাগত বেপরোয়া ও নির্মম প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পুতিনের প্রলোভনের ফাঁদে পা দিলে বিপদে পড়বে আফ্রিকা

টাফি মাকা

ইউক্রেনে সর্বাত্মক আগ্রাসন ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল থেকে ক্রমাগত একঘরে হয়ে পড়ায় রাশিয়া এখন আফ্রিকা মহাদেশে তাদের পুরোনো ও অনুগত মিত্রদের একখানে জড়ো করেছে। সেন্ট পিটার্সবার্গে রাশিয়া আফ্রিকা ইকোনমিক ও হিউম্যানিটারিয়ান ফোরামে সেই দৃশ্যই দেখা গেল।

এই সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 'শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য'। এই প্রতিপাদ্য অবশ্যই পূর্ব ইউরোপে রাশিয়া যে নিষ্ঠুর ও আগ্রাসী আচরণ করছে, পুরোপুরি তার বিপরীত। এ কারণেই আফ্রিকার নেতাদের দুটি বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এক. তাঁরা যেন অসাবধানতাবশত ইউক্রেন আগ্রাসনের ঘটনাটির অনুমোদন না দেন। দুই. কোনো ধরনের সমস্যাজনক বাণিজ্য চুক্তি না করেন।

২০১৯ সালে প্রথম যখন আফ্রিকা মহাদেশের ৪৭ জন সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান সমুদ্রতীরবর্তী শহর সোচিতে প্রথম রাশিয়া আফ্রিকা ইকোনমিক ও হিউম্যানিটারিয়ান ফোরামের সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন, সে সময় প্রতিবেশী দেশের ওপর পুরো মাত্রায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন শুরু করেনি রাশিয়া।

পরিষদের স্থায়ী সদস্য দেশের নেতার কাছ থেকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ব্যাপারে ভিন্ন ব্যাখ্যা শুনতে পছন্দ করবেন।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আফ্রিকায় রাশিয়ার প্রভাব সংকুচিত হয়ে যায়। চীনসহ অন্য শক্তিগুলো সেখানকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

প্রকৃতপক্ষে চীন এখন আফ্রিকার সবচেয়ে বড় বাণিজ্য অংশীদার। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত চীন আফ্রিকা সহযোগিতা ফোরামের বৈঠকে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং আফ্রিকা মহাদেশে ৬০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেন। চীনের অর্থায়নে সেতু, রেল, বন্দর, স্টেডিয়ামের মতো প্রকল্পে আফ্রিকা মহাদেশ ভরে উঠছে।

পক্ষান্তরে, ২০১৯ সালে পুতিন আফ্রিকার জন্য সাড়ে ১২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এসব সমঝোতা স্মারকের বেশির ভাগের আইনগত বাধ্যবাধকতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

এর মধ্যে কিছু চুক্তি হয়েছে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অস্ত্র কারখানা রসোবোরননেক্সপোর্টের সঙ্গে সম্পাদিত অস্ত্রচুক্তি। এ ছাড়া আফ্রিকার ৩০টি দেশের সঙ্গে সম্পাদিত 'সামরিক প্রযুক্তি সহায়তা চুক্তি'। উগান্ডার প্রেসিডেন্ট ইউয়ারি মুসেভিনি ও জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট এমারসন নানগাগওয়ার মতো স্বৈরশাসকদের কাছে এই চুক্তির বিশাল মূল্য রয়েছে।

মুসেভিনি এ বছরের ২৫ মার্চ বলেন, 'রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের সহযোগিতার ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট' এবং 'তাদের উঁচু মানের অস্ত্র ও প্রযুক্তি নিয়েও আমরা সন্তুষ্ট'। এই সন্তোষ প্রকাশের আগে তিনি পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে বিরোধীদের ওপর দমন-পীড়নের আদেশ দেন। তাতে করে অনেক বেসামরিক মানুষের মৃত্যু হয়, অনেকে আহত হন। জুলাই মাসে উগান্ডার কিছু নাগরিক আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মুসেভেনি ও তাঁর ছেলে মুহোজি কিনেরুগাবার (উগান্ডার সেনাবাহিনীর জেনারেল) বিরুদ্ধে সহিংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছেন। জিম্বাবুয়ে অনেক বেশি দামে রাশিয়া থেকে ৩২টি হেলিকপ্টার কিনেছে। জিম্বাবুয়ের জনগণ যখন অতি উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও আর্থসামাজিক দুর্বিপাকের সঙ্গে লড়াই করছে, তখনই এমারসন মানাঙ্গগাওয়ার সরকার উচ্চ মূল্যে হেলিকপ্টার কিনছে।

২০০৮ সালে রাশিয়া অবৈধভাবে জর্জিয়ার ওসেটিয়া ও আবখাজিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ২০১৪ সালে ইউক্রেনের কাছ থেকে বেআইনিভাবে ক্রিমিয়া দখল করে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে। এরপর রাশিয়াপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থন দেওয়ার জন্য পূর্ব ইউরোপে দোনেৎস্ক ও লুহানেস্কে গোপনে নিয়মিত বাহিনীর সেনা ও ভাড়াটে সেনা নিয়োগ দেয়।

বিশ্বাসযোগ্য বৈশ্বিক শক্তি ও অংশীদার হওয়ার মতো কোনো কাজই রাশিয়া করেনি। আফ্রিকার নেতারা সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবছেন না। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে তাঁরা এমন একটি আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেটা পাওয়ার যোগ্য তিনি নন।

সোচিতে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী সম্মেলনে আফ্রিকার নেতাদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে পুতিন আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোর স্বাধীনতাসংগ্রাম এবং সদ্য স্বাধীন দেশগুলোকে দেওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। রাশিয়ার সঙ্গে আফ্রিকার পুরোনো সম্পর্কের বিষয়েও জোর দিয়েছিলেন পুতিন।

পুতিন ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর সামনে বসা ছদ্মগণতন্ত্রী ও স্বৈরশাসকেরা জাতিসংঘের নিরাপত্তা

এসব চুক্তি সমস্যাজনক। এগুলো আফ্রিকার সঙ্গে রাশিয়ার একমুখী সম্পর্কের দৃষ্টান্ত। অস্ত্র কেনার প্রস্তাব থাকলেও এমন কোনো বিনিয়োগের প্রস্তাব নেই, যাতে করে মহাদেশটির জনগণের দৈনন্দিন জীবনের উন্নতি হয় কিংবা কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।

আফ্রিকায় আসা সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের মাত্র ১ শতাংশ রাশিয়ার। চীন কিংবা ইউরোপীয় ইউনিয়নের তুলনায় আফ্রিকায় রাশিয়ার বিনিয়োগ প্রকৃতপক্ষেই বামনাকৃতির। এর পরিমাণ আফ্রিকার সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পুরো বাণিজ্যের মাত্র ৫ শতাংশ এবং চীনের তুলনায় ৬ শতাংশের বেশি নয়।

রাশিয়ায় রপ্তানির তুলনায় ৫ গুণ বেশি আমদানি করে আফ্রিকা। এর ফলে প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি তৈরি হয়েছে। ২০১৯ সালে রাশিয়া ঘোষণা দিয়েছিল যে চীনের সঙ্গে তারা বাণিজ্য দ্বিগুণ বাড়াবে। কিন্তু সেটা অর্জন করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে।

চার বছরে আরও অনেক দৃশ্যপটের পরিবর্তন হয়েছে। ২০২২ সালে ইউক্রেনে অবৈধ আগ্রাসন শুরুর পর রাশিয়ার অর্থনীতি ২ দশমিক ১ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, কানাডা, তাইওয়ানসহ অনেক দেশ রাশিয়ার ব্যাংক, তেল শোধনাগার ও সামরিক রপ্তানির ওপর সমন্বিত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

রাশিয়ার জ্বালানি ও সামরিক সরবরাহ শৃঙ্খল ও অবকাঠামো খাত লক্ষ্যবস্তু করেও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ক্রেমলিনের ঘনিষ্ঠ সম্পদশালী ব্যক্তিদের ওপরও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাশিয়ার ব্যবসায়িক গোষ্ঠী আফ্রিকা মহাদেশকে তাদের বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিতে মরিয়া।

এটা সত্য যে অতীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফ্রিকা মহাদেশের বড় বন্ধু ছিল। কিন্তু সময় এখন পাল্টেছে। ২০১৯ সালের অক্টোবরে আফ্রিকান ইউনিয়ন ও রাশিয়া একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছিল, যেখানে জাতিসংঘ সনদের রীতিনীতিসহ আন্তর্জাতিক আইন মেনে সহযোগিতা শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছিল। এর ঠিক ১৬ মাস পর সেই সনদকেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাশিয়া ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরু করে। এ ঘটনায় আফ্রিকায় অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়।

আফ্রিকার জন্য প্রগতিশীল, আইন মান্যকারী ও নির্ভরশীল অংশীদার দরকার। রাশিয়ার মতো বন্ধু দরকার নেই।

সাময়িকী

কলকাতার অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে যোগীর বুলডোজার!

শহরের বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কড়া অবস্থান কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। তার মন্তব্য, দরকার পড়লে যোগী আদিত্যনাথের কাছ থেকে কিছু বুলডোজার ভাড়া করুন।

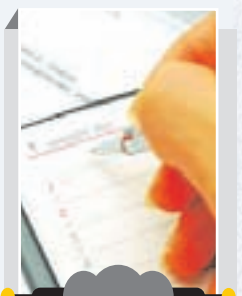

পায়েল সামন্ত
কলামিস্ট

মহানগরে বিভিন্ন বেআইনি নির্মাণ নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। এ নিয়ে আদালতে আইনি লড়াইও চলছে। তেমনি একটি নির্মাণ সংক্রান্ত মামলা শুক্রবার ওঠে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে। তার পর্যবেক্ষণে কঠোর মন্তব্য করেন বিচারপতি। মানিকতলা এলাকার এক বাসিন্দা বছর পাঁচেক আগে হাইকোর্টে মামলা করেন। অভিযোগ, তার প্রতিবেশী অবৈধ নির্মাণ করেছেন। পুরসভায় বিষয়টি জানিয়েও সুরাহা হয়নি। আদালতের নির্দেশে ওই নির্মাণ পুরসভা ভেঙে দেওয়ার পরও ফের নয়া নির্মাণ করা হয় বলে অভিযোগ। ২০২১ সালে ফের আদালতে আর্জি জানান মানিকতলার ওই বাসিন্দাই। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বেআইনি ভবনটি ভাঙার নির্দেশ দেন। এরপর ডিভিশন বেঞ্চেও একই রায় বহাল থাকে। কিন্তু দু'বছর কেটে গেলেও সেই রায় কার্যকর হয়নি বলে আদালত অবমাননার অভিযোগ জানান মামলাকারী। এ ব্যাপারে পুলিশকেও জানিয়ে লাভ হয়নি বলে দাবি।

আদালতে নির্দেশ না মানার পিছনে রাজনৈতিক দলও অপরাধচক্রের যোগ রয়েছে বলে মামলাকারীদের অভিযোগ। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, পুলিশ ও পুরসভাকে নিয়ে আমি কিছু বলব না। আমি জানি তাদের বাইরের চাপের মুখে কাজ করতে হয়। এ কথা বললেও পুলিশ ও পুরসভার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছে আদালত।

কলকাতার সাবেক মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য শাসকদলের দিকে আঙুল তুলেছেন। তিনি বলেন, স্থানীয় কাউন্সিলরদের একটা অংশ বেআইনি নির্মাণের সঙ্গে জড়িত। পুরসভার আধিকারিকদের একাংশ এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। সেজন্যই অবৈধ নির্মাণ বাড়ছে। অভিযোগ উঠলে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।

বিচারপতির মুখে শোনা গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কথা। যোগী অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে ব্যাপকভাবে বুলডোজারের ব্যবহার করছেন। 'বুলডোজার বাবা' বলা হচ্ছে এই বিজেপি নেতাকে। বুলডোজারকে 'শান্তি ও উন্নয়নের প্রতীক' বলে তকমা দিয়েছেন তিনি। মানিকতলার মামলায় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় সেই যোগীর কাছ থেকে বুলডোজার ভাড়া করার নিদান দেন।

আদালতে উপস্থিত আইনজীবীদের উদ্দেশে এ কথা বলেছেন বিচারপতি। প্রতিক্রিয়া দিয়েছে রাজ্যের শাসক দল। বিজেপি শাসিত রাজ্যের প্রসঙ্গ ওঠায় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, বুলডোজার যদি দরকার হয়, তা হলে রাজ্য সরকারের বুলডোজার আছে। এর মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশের দিকে এগিয়ে যেতে চাইছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বুলডোজারের প্রসঙ্গ ক্ষোভের জেরেই বিচারপতির মন্তব্যে উঠে এসেছে বলে মনে করেন বিকাশরঞ্জন। তার বক্তব্য, সম্প্রতি কলকাতা পুরসভায় একটি অস্তিত্বহীন জমিতে নির্মাণের বরাত পেয়েছেন এক প্রোমোটার। এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে দুর্নীতি কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। রাজ্যের সাবেক পুলিশকর্তা নজরুল ইসলাম বলেন, প্রশাসন, পুরসভা, পুলিশ, শাসক দলের নেতাদের একাংশের যোগসাজশ না থাকলে বেআইনি নির্মাণ হতে পারে না। নির্দিষ্টভাবে মানিকতলার মামলার সারবস্তু আমি জানি না। তবে এ ধরনের অবৈধ বাড়িঘর শহরে কিংবা শহরের বাইরে গজিয়ে উঠছে চোখের সামনেই।

পরিবেশ আন্দোলনের কর্মীরাও রাজনীতির দিকে আঙুল তুলছেন। প্রবীণ পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত বলেন, উন্নয়ন মানে শুধু কংক্রিটের ঘর তৈরি করে থাকা নয়। এর সঙ্গে পরিকাঠামো তৈরি জরুরি। এই ভারসাম্য থাকে না বলে প্রকৃতি, পরিবেশ, মানুষ, ভবিষ্যৎ সবই বিপন্ন হয়। রাজনৈতিক কারণে পরিকল্পিত উন্নয়ন হয় না। অবৈধ নির্মাণ নিয়ে আইনি লড়াই চলছে। বৈধ নির্মাণেও নাভিশ্বাস উঠছে শহরের। পরিবেশকর্মী নব দত্ত বলেন, জলাশয় বোজানো হচ্ছে। ভূগর্ভস্থ জল কমছে। কলকাতা পুরসভার নথিভুক্ত পুকুর ছিল আট হাজার। এখন আছে তিন হাজারের কিছু বেশি। গাছও কমেছে অনেক।

জানা অজানা

ভারতে ডায়াবেটিস রোগী বাড়ার দুই কারণ

ভারতে শিশুদের মধ্যে ডায়াবেটিস অনেক বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর প্রভাবের বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোই প্রতিরোধের প্রথম ধাপ। পার্থ শর্মার বয়স মাত্র ১৫। সে ডায়াবেটিসের রোগী। সময়মতো ইনসুলিন না নিলে রক্তে চিনির মাত্রা বেড়ে যাবে, একথা জানে সে। এর ফল কী হতে পারে, সেটাও তার জানা। তাই স্কুল হোক বা বাসায়, ঠিক সময়ে দিনে পাঁচবার ইনসুলিন নেয় পার্থ।তার পরিবারে আরো অনেকেরই আছে এই রোগ। মুম্বাই থেকে সে বলে, ''আমি ঠিক সময়ে ইনসুলিন না নিলে আমার তেষ্টা পায়, আমি অচেতন হয়ে পড়ি। এক বছর ধরে আমি নিয়ম মেনে চলছি। আমার শরীর বোঝে কখন আমায় ইনসুলিন নিতে হবে।'' পুষ্টি বিশেষজ্ঞ দিব্যা সিং বলেন যে শহর ও মফস্বল, দুই জায়গাতেই বাড়ছে শিশুদের মধ্যে ডায়াবেটিসের হার। করোনার পর 'টাইপ ২' ডায়াবেটিস আরো বেশি করে দেখা যাচ্ছে ৮ থেকে ১০ বছর বয়েসি শিশুদের মধ্যে। এর পেছনে রয়েছে প্রয়োজনের চেয়ে কম চলাফেরা বা খেলাধুলা করা, খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন ও পারিবারিক ইতিহাসও। অ্যামেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সাম্প্রতিক একটি গবেষণা বলছে যে আগে বিশ্বজুড়ে শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যেত 'টাইপ ১' ডায়াবেটিস। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে 'টাইপ ২' ডায়াবেটিসও। অল্প বয়সে ডায়াবেটিস থাকলে পরে ভবিষ্যতে কিডনি, হার্ট বা চোখের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিশুদের ডায়াবেটিস একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। প্রাথমিক ধাপে রোগ চিনতে পারা, তার দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনা ও জটিলতা প্রতিরোধের জন্য দরকার বহুমুখী পরিকল্পনার।

প্রথম ধরনের ডায়াবেটিসকে ডাক্তাররা চেনেন 'জুভেনাইল' বা অপ্রাপ্তবয়স্কদের ডায়বেটিস হিসাবে। এই ধরনের ডায়াবেটিসে অল্প বয়েসিদের শরীর নিজে থেকে ইনসুলিন তৈরি করতে পারেনা বলে রক্তে চিনির মাত্রা বেড়েযায়। ২০২১ সালের পরিসংখ্যান বলছে, সেই বছর ভারতে প্রায় দশ কোটি মানুষের মধ্যে ছিল ডায়াবেটিস এবং আরো ১৪ কোটি মানুষ ছিলেন প্রি-ডায়বেটিক, অর্থাৎ ডায়াবেটিসের আগের ধাপে।

পাঠকের চিঠি

সময় বদলেছে, বর্তমান যুগে জাত নিয়ে অভিমান ও ঝগড়া করা অনুচিত

আমরা আজ বৈজ্ঞানিক যুগে বাস করি।নিজেদের কে আধুনিক ও শিক্ষিত বলে জাহির করি কিন্তু জাত নিয়ে আজও অভিমান ও অহংকার করি,ঝগড়া ঝাটি করি ও রক্তের গঙ্গা বহাই।গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আমি কর্মের আঁধারে চার বর্ণ সৃষ্টি করেছি যা পরে জাতি হয়ে যায়।আবার বেদান্তে বলছে, আমি ব্রহ্ম স্বরূপ,আমার জাত,ধর্ম ও বর্ণ বলে কিছু নেই।স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্ব ভূতে সেই প্রেমময়,জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।উপনিষদ বলছে, আমরা অমৃতের সন্তান।আমাদের হিন্দু ধর্মে এতো সুন্দর সুন্দর কথা আছে তবে কেন এতো জাত পাত নিয়ে মাতামাতি,কলহ ও ঝগড়া ঝাটি ,গর্ব ও অভিমান।এই যুগে তাই জাত নয় কর্ম প্রধান ও বড় হওয়া উচিত।কথায় বলে,,জন্ম হউক যথা তথা কর্ম হউক ভালো।আমি উচ্চ বর্ণে ও উচ্চ জাতে জন্ম গ্রহন করে যদি দুস্কর্ম, অপকর্ম ও কুকর্ম করি আর বলি আমার পায়ের ধুলো নাও ও আমাকে প্রণাম করো আমি বর্ণ শ্রেষ্ঠ তাহলে হাঁসির কথা হবে আর কেউ যদি নিম্ন বর্ণে জন্ম গ্রহণ করে ভালো কাজ করে,ধর্ম কাজ করে,জ্ঞান ও ভক্তির পথে চলে তাহলে সে পূজা ও প্রণাম পাওয়ার যোগ্য।আসলে ভগবানের দুয়ারে সবাই সমান, কেউ ছোট ও বড় নয়।সবার মধ্যে ভগবান আছে এই সত্য কে উপলব্ধি করতে হবে তাহলে সব গোল মিটে যাবে।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,এক উপায়ে জাতি ভেদ প্রথা উঠে যেতে পারে তাহলো ভক্তি।ভক্তের কোনো জাত নেই।ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয় আবার ভক্তি থাকলে চণ্ডাল চণ্ডাল নয়।স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,,মুচি,মেথর,চণ্ডাল তোমার রক্ত তোমার ভাই।যত্র জীব তত্র শিব।তাই আজকের প্রগতিশীল যুগে জাতের নামে লড়াই ও ঝগড়া বন্দ হউক।কর্ম প্রধান হউক।সকল মানুষের মাঝে ঈশ্বর আছেন তাই কেউ ছোটো নয়,ঘৃণ্য নয়,কেউ বড় নয় এই ভাব প্রচারিত হউক।আমাদের হিন্দু ধর্মের পতনের মুল কারন এই জাতিভেদ প্রথা তাই এই প্রথা দূর হউক।তাই জাত নিয়ে হিংসা ও ঘৃণা দূর হউক,ভালোবাসার বন্ধন শক্ত হউক।

সুনীল কুমার দে,পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

তরুণরাম ফুকন এবং গোপীনাথ বরদলৈ এর মতো নেতা সৈয়দ সাদুল্লার ষড়যন্ত্রে বিরোধিতা না করলে আজ অসম পাকিস্তানের অংশ হয়ে থাকতো বলে মন্তব্য মন্ত্রী পিযূষ হাজারিকার

জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত পরবর্তী দেশভক্তি অনুষ্ঠান থেকে তরুণরাম ফুকনের জীবন এবং কর্মের বিষয়ে রচনা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আযয়োজন, গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গত দুই বছর থেকে অসম সরকারের তথ্য এবং জনসংযোগ বিভাগ দেশভক্ত তরুণরাম ফুকনের মৃত্যু দিবস উপলক্ষে রাজ্য ভিত্তিতে দেশভক্তি দিবস আযয়োজন করে চলেছে। এবারও এই কার্যসূচির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন তরুণরাম ফুকন এবং গোপীনাথ বরদলৈ এর মতো নেতা সৈয়দ সাদুল্লার ষড়যন্ত্রে বিরোধিতা না করলে আজ অসম পাকিস্তানের অংশ হয়ে থাকতো। তাছাড়া আগামী বছর থেকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তরুণরাম ফুকনের জীবন এবং কর্মের বিষয়ে রচনা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আযয়োজন করা হবে বলে তিনি জানান। মন্ত্রী বলেন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের দেশভক্তি দিবসে পুরস্কার প্রদান করা হবে। একইসঙ্গে তরুণরাম ফুকনের উপর লেখা রচনা, প্রবন্ধের সংকলন বই হিসেবে প্রকাশ করা হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

রাজ্য সরকারের তথ্য এবং জনসংযোগ সঞ্চালকালয়ের উদ্যোগে শুক্রবার গুয়াহাটি মহানগরের ভরলুমুখের দেশভক্ত তরুণরাম ফুকন উদ্যানে রাজ্য ভিত্তিক তৃতীয়বারের জন্য দেশভক্তি দিবস আযয়োজন করা হয়েছিল। তাছাড়া একই সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সদর এবং মহকুমা সদরে এই অনুষ্ঠান আযয়োজন করেছে তথ্য এবং জনসংযোগ বিভাগ। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করে মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন সরকার দেশভক্ত তরুণরাম ফুকনের ৮৪ তম মৃত্যু দিবস পালন করছে। দেশভক্ত তরুণরাম ফুকন একজন লেখক, রাজনীতিবিদ শিকারি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে নিজের দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করে গেছেন। গুয়াহাটিতে জন্মগ্রহণ করে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সিতে অধ্যয়ন করার পাশাপাশি লন্ডনে উপস্থিত হয়ে আইন বিষয়ে ডিগ্রী নিয়ে মহানগরে এসে আইনের প্রবক্তা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন।

মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন দেশভক্ত তরুণরাম ফুকন ১৯২০ সালে কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। তিনি সেই সময় মহাত্মা গান্ধীর সান্নিধ্যে আসার পর নিজের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং দেশ প্রেমের জন্য তার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হয়ে পড়েছিলেন। অসমকে ব্রিটিশ বিরোধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল আওতায় শামিল করার ক্ষেত্রে দেশভক্ত তরুণরাম ফুকনের মূল কৃতিত্ব ছিল। তিনি ভারতের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার বিদেশী বস্ত্র পরিত্যাগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ত্রিশের দশকের অতি সংবেদনশীল সময়ে তরুণরাম ফুকন রাজ্যের ভবিষ্যতের জন্য দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি এই সংক্রান্তে মহিলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে প্রায় ২০ বছর ধরে জড়িত ছিলেন তিনি।

মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা জানান ১৯৩৭ সালে অসমে বিধানসভা গঠন করার পর সৈয়দ সাদুল্লার নেতৃত্বে সরকার গঠন করা হয়েছিল। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ পরে মুসলিম লীগে যোগদান করা সৈয়দ সাদুল্লা এক সময়ে ষড়যন্ত্র করে অসমে লক্ষ লক্ষ প্রবজিত মুসলমান ব্যক্তিদের এনে অসমে প্রবেশ করিয়ে সংস্থাপনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। অসমকে মুসলমান প্রধান রাজ্যে পরিণত করে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তবে সৈয়দ সাদুল্লার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করার ক্ষেত্রে সর্বাধিকভাবে তৎপর ছিলেন দেশভক্ত তরুণরাম ফুকন এবং গোপীনাথ বরদলৈ। এই দুজন নেতার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং সবল নেতৃত্বের মাধ্যমে সৈয়দ সাদুল্লার ষড়যন্ত্রের শক্তিশালী বিরোধিতার জন্য অবশেষে অসম ভারতের অঙ্গরাজ্য হয়ে থাকতে সক্ষম হয়েছে। অন্যথা অসম পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হতো। দেশভক্ত তরুণরাম ফুকন এবং লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ এর মতো নেতা অসমে না থাকলে সৈয়দ সাদুল্লার অভিসন্ধি অনুযায়ী অসম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পাশাপাশি আজ সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মানচিত্রই হয়তো পরিবর্তন হয়ে যেত বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা।

তিনি বলেন গত দু'বছর আগে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সিদ্ধান্তের ফলে অসম সরকার দেশভক্ত তরুণরাম ফুকনের মৃত্যু দিবসকে দেশভক্তি দিবস হিসেবে পালন শুরু করেছিল। অবশেষে এই বছরেও সরকারের তথ্য এবং জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে এই দিবস পালন করা হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। দেশভক্ত তরুণরাম ফুকনের কর্মজীবনের উপর ভিত্তি করে আগামী বছর থেকে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে রচনা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আযয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছাত্রীকে দেশভক্তি দিবসে দেওয়া হবে। তাছাড়া তরুণরাম ফুকনের কর্মজীবনের উপর লেখা রচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি সংকলন করে বই আকারে প্রকাশ করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন ইংরেজ শাসকদের থেকে স্বাধীনতা সহজ ভাবে আসেনি। দেশভক্ত তরুণরাম ফুকনের মত ব্যক্তিদের ত্যাগ এবং বলিদান এর মাধ্যমে এই স্বাধীনতা এসেছিল বলে উল্লেখ করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা।

তথ্য এবং জনসংযোগ বিভাগের সঞ্চালক মানবেন্দ্র দেব রায় স্বাগত ভাষণ প্রদান করে এদিনের দেশভক্তি দিবসের অনুষ্ঠানে দেশভক্ত তরুণরাম ফুকনের পরিবারের প্রতিনিধিদের ক্রমে নাতি জিতেন্দ্ররাম ফুকন, ড০ হেমেন্দ্ররাম ফুকন, বিক্রম ফুকন, নাতিনী রানী গোস্বামী, ইন্দ্রানী বড়ুয়া, নাতি বৌ অরুপা ফুকন এবং ড০ রণজুন ফুকনকে বিভাগের তরফ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন অসম রাজ্য পরিবহন নিগমের উপাধ্যক্ষ প্রণব জ্যোতি লহকর, তথ্য, জনসংযোগ মুদ্রণ এবং লেখন সামগ্রী বিভাগের সচিব অরুন্ধতী চক্রবর্তী। তাছাড়া তথ্য এবং জনসংযোগ বিভাগের শীর্ষস্থরের অফিসার এবং কর্মচারীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ফেসবুকের মাধ্যমে হিন্দু যুবতীদের লাভ জিহাদের টোপ দেওয়া হয় বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

বঙাইগাওঁ পুলিশ সুপারদের সম্মেলনে লাভ জেহাদ প্রসঙ্গ

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ লাভ জিহাদকে কেন্দ্র করে ফের একবার সরব হয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে এক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যম বিশেষ করে ফেসবুকের কথা উল্লেখ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ফেসবুকের মাধ্যমে হিন্দু যুবতীদের লাভ জিহাদের টোপ দেওয়া হয়। একজন যুবক ১২ হিন্দু যুবতীকে একসাথে টপ দেয়। এর মধ্যে একজন যুবতী ফেসে যান বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত গোলাঘাটের ট্রিপল মার্ডারের ঘটনাকে লাভ জিহাদের পরিণতি বলে আখ্যা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছিলেন গোলাঘাট শহরের কেন্দ্রে একটি হিন্দু পরিবারের তিন সদস্যকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যাকারী নাজিবুর রহমান ফেসবুকে হিন্দু ভুয়া নামের পরিচয় দিয়ে সংঘমিত্রা ঘোষকে বিয়ে করেছিল। এটা লাভ জিহাদের অন্যতম উদাহরণ। লাভ জিহাদের জন্য এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন তিনি। সেইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন হত্যাকারী ঘাতক নাজিবুর রহমানের ফাস্টট্র্যাক আদালতের মাধ্যমে ফাঁসির দাবি জানাবে রাজ্য সরকার। তাছাড়া এর পূর্বে দায়ের হওয়া নাজিবুর রহমান সংঘমিত্রা ঘোষ সংক্রান্তীয় এজাহারের মামলায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে পুলিশের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। পুলিশ সংক্রান্তে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর তাৎপর্যপূর্ণভাবে বঙ্গাইগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত পুলিশ সুপারদের সম্মেলনে এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন সামাজিক মাধ্যম বিশেষ করে ফেসবুকের মাধ্যমে লাভ জিহাদের ঘটনা সারা রাজ্যজুড়ে ব্যাপকভাবে ঘটছে। একজন যুবক ১২ জন হিন্দু যুবতীকে একসঙ্গে টোপ দেয়। এর মধ্যে একজন হিন্দু যুবতী এই টোপ গিলে ফেলেন। বাকিদেরও সে নজরে রেখে দেয়। সেই যুবক যদি এই হিন্দু যুবতীকে ভালোবেসে বিয়ে করত সেটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু বিয়ে করার আগে ধর্মান্তরের শর্ত দেওয়া হয়। এটাই লাভ জিহাদ। অর্থাৎ বিয়ে করা মূল উদ্দেশ্য নয়, ধর্মান্তর করা মূল উদ্দেশ্য। এটা এক সাংঘাতিক ব্যাপার। তাছাড়া এই ধরনের ফেসবুকে লাফ দিয়ে ছড়ানো যুবকরা এক একজন জিনিয়াস। কিভাবে শুধুমাত্র ফেসবুকে কথার মাধ্যমে একজন যুবতীকে ফাঁসিয়ে দিতে পারেন এই যুবকরা। অবশেষে যুবতীরা ফেঁসে গেলে সেটা বিয়ে পর্যন্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর শর্ত দিয়ে সেই যুবতীর ধর্মান্তর করা হয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ফলে এক্ষেত্রে পুলিশ সুপারদের সতর্ক থাকতে হবে। এই লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে এসওপি তৈরি করার সময় ধর্মান্তর করার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। স্বাভাবিক নিয়মে ভালোবেসে বিয়ে হলে সেটাতে কিছু করার নেই। কিন্তু বিয়ের শর্ত হিসেবে ধর্মান্তর থাকলে সেটা লাভ জিহাদ এবং এক্ষেত্রে পুলিশের বহুকরণীয় রয়েছে। ফলে পুলিশকে এই সংক্রান্তে মামলা দায়ের করতেই হবে। এটা বাধ্যতামূলক। তাছাড়া ধর্মান্তরের বিষয়ে খবর পেলেই পুলিশকে অধিক তৎপর হয়ে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এই ধরনের মামলা নজরে এলেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। লাভ জিহাদের ক্ষেত্রে পুলিশকে অধিক সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

যুগ যুগ আগে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ এবং রুক্মিনীর মধ্যে লাভ জিহাদ হয়েছিল বলে মন্তব্য করে বিপাকে পড়া কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার ক্ষমাপার্থনা করে তাকে এনকাউন্টার করার কাতর আহ্বান

রাতে ঠাকুরদা স্বপ্নে এসে ধমক দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার নির্দেশের পর বাড়ির মন্দিরে ক্ষমাপ্রার্থনা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনীর সঙ্গে লাভ জিহাদ করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর বিবাহ লাভ জিহাদের পরিনীতি ছিল। এই চূড়ান্ত বিতর্কিত মন্তব্য করার এক দিনের পর অবশেষে নিজের ভুল হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। বিতর্কিত মন্তব্য করে বিপাকে পড়া কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা অবশেষে ক্ষমা পার্থনা করেছেন। তবে শুধু তা নয় তার ওপর কোনোভাবে নামঘরে যাবার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করে প্রয়োজনে তাকে এনকাউন্টার করার কাতর আহবান জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি। রাতে ঠাকুরদা স্বপ্নে এসে তাকে ধমক দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার নির্দেশের পর অবশেষে বাড়ির মন্দিরে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত গতকাল হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত বিতর্কিত মন্তব্য করে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেছিলেন মহাভারতের যুগে শ্রীকৃষ্ণ লাভ জিহাদের মাধ্যমে রুক্মিনীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এমনকি ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর বিবাহ নাকি ছিল লাভ জিহাদের ফল। তবে এর প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ এবং রুক্মিনীর মধ্যে প্রেম ছিল কিন্তু জিহাদ ছিল না। হিন্দু ধর্মকে অবমাননা করে এই ধরনের মন্তব্যের ফলে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা যেকোনো মুহূর্তে গ্রেফতার হতে পারেন। সারা রাজ্য জুড়ে যদি ভূপেন বরার বিরুদ্ধে সনাতন ধর্মীরা এজাহার দাখিল করেন সরকার তাকে বাঁচাতে পারবে না বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরেই কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সারা রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন দল সংগঠনের পাশাপাশি সাধারণ জনতা এই মন্তব্যের ব্যাপক নিন্দা করেছেন। কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন থানায় এজাহার দাখিল করা হয়েছে। এমনকি স্বয়ং কংগ্রেস দলের একাংশ নেতা এক্ষেত্র ভূপেন বরার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

পরিস্থিতি অধিক জটিল হওয়ার আশঙ্কা করে তড়িঘড়ি একদিন পরেই সংবাদ মাধ্যমের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন অসম প্রদেশ কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভারতে প্রেমের যুদ্ধ সম্পর্কে অবাঞ্ছিত বক্তব্য দেওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তাকে ভুল না বোঝার জন্য প্রার্থনা করেছেন তিনি। কংগ্রেস সভাপতি বলেন বিজিবি এবং আরএসএসএর ব্যক্তিরা যেটা ভাবে ভাবুক। কিন্তু সাধারণ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত জনতা যাতে তার ভুল ক্ষমা করে দেন। যারা তাকে নামঘরে যাওয়া বন্ধ করে দিতে চাইছেন অথবা নিষিদ্ধ করার দাবি উত্থাপন করেছেন তাদের মুখ্যমন্ত্রীকে বলে তাকে এনকাউন্টার করিয়ে দিতে আহ্বান জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। এক্ষেত্রে তার পরিবার অথবা তিনি স্বয়ং কোন ধরনের আপত্তি কিংবা অভিযোগ অথবা মামলা দায়ের করবেন না। তিনি আমজনতার জন্য প্রাণ আহুতি দিতে প্রস্তুত বলে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস সভাপতি। কিন্তু তাকে যেন নামঘরে যেতে বাধা দেওয়া না হয়। এটাই তার কাতর অনুরোধ।

অসম প্রদেশ কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন গতকাল রাতে তার কৃষ্ণভক্ত ঠাকুরদা স্বপ্নে সম্মুখে এসে এক প্রকারের ধমক দিয়ে তার চিন্তা চেতনাকে জাগ্রত করে তুলেছেন। ঠাকুরদা স্বপ্নে তাকে বলেছেন তিনি দুটো ভুল করেছেন। এর জন্য তার শিখিয়ে দেওয়া প্রার্থনা তামোল পান নিয়ে ভগবানের চরণে ষষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা একটি প্রার্থনা সাংবাদিকদের কাছে গেয়ে তথা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। এই প্রার্থনা পরিবেশন করে তিনি বলেন তার গ্রামে একটি নামঘর পুনঃনির্মাণ হচ্ছে। তার বাবা ঠাকুরদা নির্মাণ করা, এই নামঘরটি সর্বাঙ্গ সুন্দর করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি স্থানীয় নিবাসীদের বলেছেন তার জীবনের শেষ কালে যাতে তাকে এই নামঘরের সেবক অথবা পাঠক হওয়ার সম্মতি প্রদান করেন। কংগ্রেস সভাপতি বলেন তার সম্পূর্ণ পরিবার ভগবানের কাছে সমর্পিত। এই পরিবার কখনো কারো অহিত চিন্তা করে না। রাজনীতি শেষ কথা নয়। তিনি ঘৃণার রাজনীতির বিপরীতে প্রেমের রাজনীতির স্বপক্ষে। ফলে সংবাদ মাধ্যমে তার দেওয়া বক্তব্য যদি কারো হৃদয়ে আঘাত হেনেছে তার জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী বলে মন্তব্য করেছেন ভূপেন বরা।

তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী যদি তাকে গ্রেফতার করার কথা ঘোষণা করেছেন তাহলে এর জন্য তিনি গ্রেফতার হতে প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। কিন্তু সাধারণ জনতা অথবা ভক্তরা এবং ভগবানের কাছে তিনি সর্বদা দায়বদ্ধ হয়ে থাকবেন। সেই ভক্ত প্রাণ সাধারণ জনতার কাছে ভুল হলে শিরোনত করতে ও তিনি কোনদিনও কুণ্ঠাবোধ করবেন না। তাছাড়া তার বক্তব্যের জন্য দলের কোনো ক্ষতি হোক সেটা তিনি চাইছেন না। তিনি আত্মার শুদ্ধির জন্য ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন। রাজনৈতিক জয় পরাজয় তার জন্য শেষ কথা নয়। তিনি বিধায়ক হিসেবে দুইবার জয়ী এবং তিনবার পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু সাধারণ জনতার আদর স্নেহ আশীর্বাদ তার প্রতি কখনো কমেনি। ফলে তিনি রাজ্যের সাধারণ শ্রেণীর ব্যক্তিদের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে থাকবেন বলে ঘোষণা করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হল

জামশেদপুর ঃ সরায়কেলা খর্সানা জেলার নিমডিহ ব্লকের লুপুংডিহে গ্রামে অবস্থিত নারায়ণ প্রাইভেট আইটিআই সেন্টারে বিখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হল। এই অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ জটাশঙ্কর পান্ডে বলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে অত্যন্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। দরিদ্র পিতা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলের শেখার আগ্রহ। নয় বছর বয়সে, শিশুটি তার পিতার সাথে পায়ে হেঁটে কলকাতায় যায় এবং সংস্কৃত কলেজে পড়া শুরু করে। শারীরিক অসুস্থতা, প্রচণ্ড আর্থিক কষ্ট এবং বাড়ির কাজ সত্ত্বেও, ঈশ্বরচন্দ্র প্রায়ই প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করতেন। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে, পড়াশুনা শেষ করে, তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা বেতনে প্রধান পণ্ডিত হিসাবে নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত হন। লোকমত 'দানবীর সাগর' উপাধি দিয়েছে। ১৮৪৬ সালে, তিনি সংস্কৃত কলেজে সমবায় সম্পাদক নিযুক্ত হন, কিন্তু মতপার্থক্যের কারণে পদত্যাগ করেন। ১৮৫১ সালে তিনি উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৮৫৫ সালে সহকারী পরিদর্শক, তারপর মাসিক পাঁচশত টাকায় বিশেষ পরিদর্শক নিযুক্ত হন। মত পার্থক্যের কারণে ১৮৫৮ সালে আবার পদত্যাগ করেন। তারপর সাহিত্য ও সমাজসেবায় নিযয়োজিত হন। ১৮৮০ সালে C.I.E. সম্মান পেয়েছেন। এ সময় শশী ভূষণ পান্ডে, ট্রাস্টি সদস্য অধ্যাপক সুদীশ কুমার, অধ্যক্ষ জয়দীপ পান্ডে, শান্তি রাম মাহতো, দেব কৃষ্ণ মাহতো, ভগত লাল তেলি, পবন কুমার মাহতো, দয়াময় মাহতো, অজয় মন্ডল, গৌরব মাহতো, কৃষ্ণ চন্দ্র মাহতো প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা যে পাপ করেছেন সেটার জন্য ফের নির্বাচনে পরাজিত হবেন বলে আগাম বার্তা মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

সারা রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন থানায় বিজেপি যুব মোর্চার এজাহার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনী এবং ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর বিবাহ লাভ জিহাদ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। তবে তার এই চূড়ান্ত বিতর্কিত মন্তব্য করার এক দিনের পর অবশেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে বিপাকে পড়া কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা অবশেষে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। কিন্তু ক্ষমা চেয়ে নিলেও তার মন্তব্য ঘিরে রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এই মন্তব্যের জন্য কংগ্রেস সভাপতিকে অধম আখ্যা দিয়ে তিনি পাপ করেছেন বলে, মন্তব্য করেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন ভূপেন বরা যে পাপ করেছেন সেটার জন্য ফের নির্বাচনে পরাজিত হবেন। তিনবার ইতিমধ্যে পরাজিত হয়েছেন চতুর্থবারেও পরাজিত হবেন বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন তিনি। তবে শুধুমাত্র সমালোচনা নয় কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে সারা রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন থানায় এজাহার দাখিল করেছে বিজেপি যুব মোর্চা। রাজ্য সরকারের তথ্য এবং জনসংযোগ সঞ্চালকালয়ের উদ্যোগে শুক্রবার গুয়াহাটি মহানগরের ভরলুমুখের দেশভক্ত তরুণরাম ফুকন উদ্যানে রাজ্য ভিত্তিক তৃতীয়বারের জন্য আযয়োজিত দেশভক্তি দিবস অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা ফের একবার ভূপেন বরার মন্তব্য সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন ভূপেন বরা ক্ষমার যোগ্য নন। তাকে তিনি ধিক্কার দিচ্ছেন। কংগ্রেস সভাপতি নাটক করে বলেছেন তার ঠাকুরদা তাকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যদি আদৌ এটা সত্যি তাহলে তার ঠাকুরদা তাকে অধম বলেছেন। মন্ত্রী বলেন যদি সত্যি কথাটি ভূপেন বরা বলেন তাহলে তিনি বলবেন তার ঠাকুরদাকে তাকে অধম বলে আখ্যা দিয়ে জাতি ধর্ম তিনি ধ্বংস করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন। তুষ্টিকরণের রাজনীতি করে করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত জিহাদী সাজিয়েছেন ভূপেন বরা। ফলে এই অধমের ক্ষমা নেই বলে তার ঠাকুরদা স্বয়ং এটা তাকে বলেছেন বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন আইন নিজের ব্যবস্থা নিজে হাতে নেবে। তবে এই পাপের কোন ক্ষমা নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভূপেন বরা জেহাদী বলে আখ্যা দিয়েছেন। জিহাদি শব্দটির অর্থ যারা হিন্দু মানুষকে হত্যা করে, যারা পৃথিবীর উপর অত্যাচার করে, সম্পূর্ণ পৃথিবীকে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস করতে চায় তারাই জেহাদি। সেটার থেকেই জিহাদ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই জেহাদী বানিয়ে দিয়েছেন, ধৃতরাষ্ট্রকে জিহাদী হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন তার এই মন্তব্য সারা পৃথিবী সারা ভারত এবং হিন্দু সমাজ সর্বদা মনে রাখবে। তাছাড়া প্রত্যেকদিন এই বক্তব্যের জন্য তার নিন্দা জানাবে। ভগবানকে ভয় করলে কোনদিনই ভুপেন বরা এই ধরনের মন্তব্য করতে পারতেন না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। শুধুমাত্র একটি জনগোষ্ঠী, একটি সম্প্রদায়ের ভোট পাওয়ার জন্য তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিহাদি বলে আখ্যা দিয়ে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ লাভ জিহাদ করেছেন বলে মন্তব্য করলেন। এর থেকে বড় পাপ হতে পারে না। কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা এই পাপ থেকে কোনদিনও মুক্তি পাবেন না। শুধুমাত্র এই পাপের জন্য আগামী বার নির্বাচনে পরাজিত হবেন তিনি। একনাকারের চারটি নির্বাচনে পরাজিত হবেন ভূপেন বরা। এই ভবিষ্যত্বাণী করলেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিহাদী বলে আখ্যা দেওয়া ভূপেন বরার সমালোচনার জন্য তার কাছে শব্দ নেই। অসমীয়া জাতি শ্রীমন্ত শংকরদেবের ধর্মে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম করে এগিয়ে গেছে। কিন্তু এই অসমীয়া জাতির একজন কুলাঙ্গার এসে বলে দিলেন শ্রীকৃষ্ণ লাভ জিহাদী ছিলেন। এই ধরনের কুলাঙ্গার সন্তানকে অসমীয়া জাতি শিক্ষা দেবে, এর প্রত্যুত্তর জানাবে। ফলে তিনি চতুর্থ বারও নির্বাচনের পরাজিত হবে। এমনকি তার ঠাকুরদা স্বপ্নে এসে তাকে অধম বলে এটাও বলে গেছেন যে তিনি কোনদিনও নির্বাচনে জয়ী হতে পারবেন না বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা।

এদিকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরার বিরুদ্ধে নিজের বিভিন্ন থানায় এজাহার দাখিল করেছে বিজেপির যুব মোর্চা। সংগঠনটির সংবাদ বিভাগের আহ্বায়ক বিশ্বজিৎ খাউণ্ড জানান ভারতীয়দের পরম আরাধ্য পরম পূজনীয় পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ জিহাদীর সঙ্গে তুলনা করা অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা অসমের সাংগঠনিক ৩৯ টি জেলায় ২৮৩ টি এজাহার দাখিল করেছে। লাভ জিহাদীর হয় অকালে তুই করতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি জনসমক্ষে পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ জিহাদীর সঙ্গে তুলনা করা ছাড়াও মহাভারতের উৎসর সঙ্গে লাভ জিহাদ জড়িত বলে করা মন্তব্য কংগ্রেস দলের ভারতীয় সংস্কৃতি সনাতন সভ্যতা এবং ভারত বিরোধী চরিত্রটি তুলে ধরেছে। ভূপেন বরার মন্তব্য মহাপুরুষ গুরুজনের কৃষ্ণ সংস্কৃতির অনুগত অসমীয়া জনজীবনের প্রতি এক বৃহৎ হুমকি বলে উল্লেখ করেছে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা। যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি সিদ্ধান্কু অংকুর বড়ুয়া এক্সপ্রেস বিবৃতির মাধ্যমে ভূপেন বরাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন শুধুমাত্র মিয়াকে ভাগ্য নিয়ন্ত্রক বলে ভেবে নিজের সভ্যতা সংস্কৃতিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ভূপেন বরা কিংবা কংগ্রেস যেন আগামী দিনগুলোতে একটিও শব্দ উচ্চারণ না করেন। তাছাড়া ভূপেন বরাকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি। অন্যদিকে মাজুলী, বটদ্রবা ইত্যাদি বিভিন্ন ধার্মিক এলাকার নামঘর, সত্রের সত্রাধীকারিরা এই সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এভাবে তার ক্ষমা চাওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরাকে রাজ্যের বিভিন্ন নামঘর এবং সত্রে স্বয়ং এসে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন সারা রাজ্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন নামঘর, সত্রের সত্রাধীকারিরা। তাছাড়া মন্ত্রী অতুল বরা, মন্ত্রী বিমল বরা, বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন, হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়া, দিগন্ত কলিতা প্রমুখ দলীয় নেতারা অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরার বিতর্কিত মন্তব্যের সমালোচনা এবং নিন্দা জানিয়েছেন।

ইংল্যান্ডের ২০১১ অ্যাশেজ জয়ের নায়ক এখন বডিবিল্ডার

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ ক্রিস ট্রেমলেটের কথা মনে আছে? বাংলাদেশের আগের প্রজন্মের ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে না থাকার কোনো কারণ নেই। বাংলাদেশের বিপক্ষেই যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল ট্রেমলেটের!

২০০৫ সালের ২১ জুন ন্যাটওয়েস্ট ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে স্বাগতিক ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ। সেদিনই অভিষেক হয় ট্রেমলেটের। ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা এই ইংলিশ ফাস্ট বোলার প্রথম ম্যাচেই অনন্য কীর্তিটা প্রায় গড়েই ফেলেছিলেন।

ইনিংসের দশম ওভারে টানা দুই বলে আউট করেন শাহরিয়ার নাফীস ও তুষার ইমরানকে। হ্যাটট্রিক ঠেকানোর চ্যালেঞ্জ নিতে পাঠানো হয় মোহাম্মদ আশরাফুলকে। সেই বলটা আশরাফুলের ব্যাট ছুঁয়ে স্টাম্পে লাগলেও বেল পড়েনি। বেল পড়লেই ওয়ানডে ইতিহাসের প্রথম বোলার হিসেবে অভিষেকেই হ্যাটট্রিক হয়ে যেত ট্রেমলেটের। সেদিনের ওই মুহূর্ত এখনো অনেকের চোখে ভাসে। 'জীবনটা' পাওয়ার পরেই তো আশরাফুল উপহার দিয়েছিলেন ৫২ বলে ৯৪ রানের চোখধাঁধানো ইনিংস।

২০১১ সালে ইংল্যান্ডকে অ্যাশেজ জেতাতেও বড় অবদান রেখেছেন ট্রেমলেট। সেবার তিন ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়ে ১৭ উইকেট নিয়েছিলেন। সর্বশেষ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ইংল্যান্ড অ্যাশেজও জিতেছিল সেবার।

সেই ট্রেমলেট এত দিন পর আবার আলোচনায় অ্যাশেজের কারণেই। লন্ডনের ওভালে চলছে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম ও শেষ টেস্ট। এই টেস্ট জিতলে ২২ বছর পর ইংল্যান্ডের মাটিতে অ্যাশেজ জিতবে অজিরা। বিপরীতে সিরিজ হার এড়াতে ওভালে জিততেই হবে ইংলিশদের। ওভালে উত্তরসূরিদের রোমাঞ্চকর ম্যাচ দেখতে গেছেন ট্রেমলেট। তবে গত দশকের অ্যাশেজের নায়ককে চিনতে অনেকেরই কষ্ট হতে পারে। কুস্তিগিরদের মতোই যে শরীর বানিয়েছেন ৪১ বছর বয়সী সাবেক ফাস্ট বোলার!

ওভালে টিভি উপস্থাপক গ্রেগ ওয়ালেসের পাশে বসে ছিলেন ট্রেমলেট। অ্যাশেজের সম্প্রচারকারী চ্যানেল 'স্কাই স্পোর্টস'-এর ক্যামেরায় ধরা পড়েন তিনি। সে সময় ওয়ালেসকে বোলিং নিয়ে কিছু একটা বলছিলেন ট্রেমলেট।

নিজের জিম করার মুহূর্তের ছবি ও ভিডিও প্রায়ই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেন ট্রেমলেট। হাতের মাংসপেশি ও সিক্স প্যাক শরীর দেখে বোঝার উপায় নেই একসময় ক্রিকেটার ছিলেন তিনি। অথচ ২০১৫ সালে খেলোয়াড়িজীবনকে বিদায় বলেছিলেন ফিটনেস নিয়ে হতাশার কারণে। পিঠ ও কাঁধের চোট তাঁকে বেশ ভুগিয়েছে। যে কারণে নিয়মিত খেলতে পারেননি। এসব থেকে মুক্তি পেতে ৩৩ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককেও দেখান। কোনো কিছুতেই কাজ না হওয়ায় সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। পরে নিজেকে বডিবিল্ডারে রূপান্তর করেন।

ইনস্টাগ্রামে ট্রেমলেটের অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার। সম্প্রতি তাঁর জিম করার মুহূর্তের একটি ছবিতে একজন মজা করে লিখেছেন, 'আমার মনে হয় শিগগিরই তোমাকে ডব্লুডব্লুইতে দেখব।'

চোটের কারণে ট্রেমলেটের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারও খুব একটা দীর্ঘ হয়নি। আট বছরের ক্যারিয়ারের তিন সংস্করণ মিলিয়ে ট্রেমলেট খেলতে পেরেছেন মাত্র ২৮ ম্যাচ। উইকেট নিয়েছেন ৭০টি।

ব্রাজিলকে হারিয়ে আশা বাঁচিয়ে রাখল ফ্রান্স

প্যারিস ঃ ব্রাজিল ১-২ ফ্রান্স

দুই দল ছিল দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে। নিজেদের প্রথম ম্যাচে পানামাকে ৪-০ ব্যবধানে উড়িয়ে রীতিমতো উড়ছিল ব্রাজিল। আর জ্যামাইকার সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল ফ্রান্সের।

শিরোপা জয়ের প্রত্যাশা নিয়ে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া ফরাসি মেয়েদের আজ আরেকটি অপ্রত্যাশিত ফল সঙ্গী হলেই গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় প্রায় নিশ্চিত হতো। তবে সেটা হতে দেননি অধিনায়ক ওয়েঁদি রেনার। ৮৩ মিনিটে তাঁর গোলেই ব্রাজিলকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে ফ্রান্স। এ জয়ে নকআউট পর্বে খেলার আশাই শুধু বেঁচে রয়নি, 'এফ' গ্রুপের শীর্ষেও উঠে গেছে ফরাসি মেয়েরা। গ্রুপের আরেক ম্যাচে পানামাকে ১-০ ব্যবধানে হারানো জ্যামাইকা উঠে এসেছে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে। ব্রাজিল নেমে গেছে তিনে। দুই ম্যাচে ফ্রান্স ও জ্যামাইকার পয়েন্ট সমান ৪, ব্রাজিলের ৩। তবে বেশি গোলের নিরিখে শীর্ষে আছে ফ্রান্স। আর টানা দুই ম্যাচ হেরে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়েছে পানামার।

ব্রিসবেনের সানকর্প স্টেডিয়ামে হাইভোল্টেজ ম্যাচটি দেখতে এসেছিলেন প্রায় ৫০ হাজার দর্শক। আক্রমণপাল্টা আক্রমণে দর্শকদের উপভোগ্য এক ম্যাচই উপহার দিয়েছে ব্রাজিল ও ফ্রান্স।

১৭ মিনিটে অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার ইউজিনি লা সোমারের গোলে এগিয়ে যায় ফরাসি মেয়েরা। জাতীয় দলের হয়ে এটি লা সোমারের ৯০তম গোল। প্রথমার্ধে প্রায় পুরোটা সময় ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্সকে ব্যতিব্যস্ত রাখেন তিনি ও কাদিদিয়াতু দিয়ানি। বিরতির পর সমতা আনে ব্রাজিল। ৫৮ মিনিটে গোল করে ব্রাজিলকে ম্যাচে ফেরান দেবিনিয়া। জটলার মধ্যে কেরোলিনের জোরালো শট প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়ের গায়ে লেগে দেবিনিয়ার কাছে আসে। দারুণ দক্ষতায় বলের নিয়ন্ত্রণ নেন ৩১ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। তাঁর সামনে ছিলেন শুধু গোলরক্ষক পেইরা মাগনঁ। তাঁকে বোকা বানাতে ভুল করেননি দেবিনিয়া।

তবে ব্রাজিলিয়ান মেয়েদের এ আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। জয়সূচক গোলের জন্য হন্যে হয়ে ওঠে ফ্রান্স। ৮৩ মিনিটে সাফল্যের দেখাও পেয়ে যায়। কর্নার থেকে সেলমা বাচার বাঁকানো শটে বল পেয়ে যান অরক্ষিত রেনার। দারুণ হেডে ব্রাজিলকে হতাশায় ডোবান ফরাসি অধিনায়ক।

দ্বিতীয়বার পিছিয়ে পড়ার পর কিংবদন্তি মার্তাকে নামান ব্রাজিল কোচ পিয়া সুন্ধাগে। কিন্তু লাভ হয়নি। শেষ দিকে বরং উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন ফরাসি কোচ হার্ভি রেনার। যোগ করা সময় পেরিয়ে গেলেও রেফারি খেলা চালিয়ে যাওয়ায় ফিফার প্রতিনিধিদের সঙ্গে তর্কে জড়ান কাতার বিশ্বকাপে সৌদি আরবের কোচ হিসেবে আর্জেন্টিনাকে হারানো রেনার। ৯৮ মিনিটে রেফারি ব্রাজিলকে ফ্রি কিক নেওয়ার সুযোগ দিলে আরও ক্ষুব্ধ হন এই কোচ। তবে রেফারি শেষ বাঁশি বাজানোর পর তাঁর মুখে হাসি ফুটেছে। যে হাসি স্বস্তিরও।

দিনের আরেক ম্যাচে ইতালিকে ৫-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে সুইডেন। নিজেদের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকেও হারিয়েছিল সুইডিশ মেয়েরা। টানা দুই জয়ে 'জি' গ্রুপ থেকে সবার আগে নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেছে তারা।

ইউনাইটেডের সঙ্গে জড়াতে চান বেকহাম

প্যারিস ঃ এখনকার দিনে ডেভিড বেকহামকে দেখা যায় ইন্টার মায়ামির একজন হিসেবে। ইংল্যান্ডের সাবেক এই মিডফিল্ডার যুক্তরাষ্ট্রের এমএলএস দলটির প্রেসিডেন্ট ও অন্যতম মালিক। এই বেকহামকে ফুটবল বিশ্ব চিনেছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের খেলোয়াড় হিসেবে। গত শতাব্দীর শেষ দিক থেকে একুশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত টানা ১১ বছর ইউনাইটেডে ছিলেন বেকহাম, এ সময়ে জেতেন ৬টি প্রিমিয়ার লিগ ও ১টি চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা।

গত দুই দশকে বেকহামের পথচলায় অনেক পরিবর্তন হলেও এখনো ইউনাইটেডকে অনুভব করেন বেকহাম। মায়ামির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকলেও কাজ করতে চান ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাবটির সঙ্গে। ৪৮ বছর বয়সী বেকহাম জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে ইউনাইটেডের সঙ্গে যুক্ত হতে পারাটা হবে তাঁর জন্য অনেক বড় পাওয়া। ২০০৩ সালে রিয়াল মাদ্রিদের জন্য ইউনাইটেড ছেড়েছিলেন বেকহাম। এর বছর দুই পর ইউনাইটেডের মালিকানায় যুক্ত হয় গ্লেজার পরিবার। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ব্যবসায়ী পরিবারটি গত কয়েক বছর ধরে সমর্থকদের কাছে অজনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ক্লাবের মালিকানা ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণাও দিয়েছে তারা। আগামী নভেম্বরে কাতারের শেখ জসিম বিন হামাদ অথবা যুক্তরাজ্যের স্যার জিম র‍্যাটক্লিফের কাছে গ্লেজার পরিবারের থাকা পুরো মালিকানা বা সিংহভাগ স্থানান্তর করা হতে পারে।

ইউনাইটেডের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং মালিকানাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বেকহামের সঙ্গে কথা বলে দ্য অ্যাথলেটিক। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যমটিকে বেকহাম বলেন, গ্লেজার পরিবারের চলে যেতে হবে, 'এখনই চলে যাওয়ার সময়। কারণ, সমর্থকেরা তাদের চাচ্ছে না। আপনি যদি একবার সমর্থকদের আস্থা হারিয়ে ফেলেন, বিশেষ করে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মতো ক্লাবে, তাহলে ফিরে পাওয়াটা কঠিন। এখানে পরিবর্তন হওয়াটা দরকার। আমরা সবাই দেখছি, সবাই জানি।'

মাঠের ফুটবলে ইউনাইটেডের সাম্প্রতিক সময় ভালো যাচ্ছে না। ২০১২-১৩ মৌসুমের পর প্রিমিয়ার লিগে শিরোপা নেই, চ্যাম্পিয়নস লিগ নেই ২০০৭-০৮-এর পর। বেকহাম মাঠের ফুটবলে সাফল্য ফেরাতে বড় বিনিয়োগ দরকার বলে মনে করছেন, 'মাঠে বা মাঠের বাইরে কোথাও ইউনাইটেডের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। মাঠের খেলায় এরিক টেন হাগ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আর দলের একজন সমর্থক ও সাবেক খেলোয়াড় হিসেবে আমার চাওয়া, মালিকানা বদলের বিষয়টির সমাধা হোক। ক্লাবের এখন বিনিয়োগ দরকার। অনুশীলন সুবিধা, স্টেডিয়াম, মাঠের খেলোয়াড় এসব বিষয়ে পরিবর্তন দরকার।'

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের উন্নতির জন্য কী কী দরকার, তার দৃষ্টান্ত ম্যানচেস্টারেই আছে জানিয়ে বেকহাম বলেন, 'চোখের সামনে যখন ম্যানচেস্টার সিটি আছে। সিটি শুধু জয় পাচ্ছে তা নয়, ওরা ভবিষ্যতের জন্যও তৈরি হচ্ছে। পেপ গার্দিওলার অধীনে একটা স্থিরতার মধ্যে এসেছে ওরা, যার প্রতি আমি অনুরক্ত।'

এক সময় যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছিল ইংল্যান্ডের সবচেয়ে সফল দল, ফুটবলারদের সবচেয়ে আকর্ষণের জায়গা, সেই জায়গায় আবার ফিরিয়ে নিতে বেকহাম নিজে কি হাত বাড়িয়ে দেবেন?

মায়ামি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যস্ত সময় কাটানো বেকহাম সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি, 'এই মুহূর্তে আমার মনোযোগের পুরোটাই মায়ামি। এ নিয়েই সব কাজ। আর (ইউনাইটেডের পক্ষ থেকে) আমাকে কিছু বলাও হয়নি। তবে ইউনাইটেডের সঙ্গে যুক্ত হতে পারাটা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া হবে। সামনে কী হয় কে জানে? আগামী কয়েক সপ্তাহ বা মাসের মধ্যে কী ঘটে দেখা যাক। আশা করি (মালিকানা নিয়ে) একটা সিদ্ধান্ত হবে, আর যদি আমি কোনোভাবে জড়িত হই ... আর না হলেও একজন ইউনাইটেড সমর্থক হয়ে থাকব।'

কোরিয়ার যুদ্ধে যেভাবে জড়িয়েছিল আমেরিকা, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ সময়টা ১৯৫০ সাল। দিনটি ছিল রবিবার। ড. ইউন গু লী চার্চে থাকা অবস্থায় খবর পান উত্তর কোরিয়ার সেনারা দক্ষিণে ঢুকে পড়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই উত্তরের সেনারা তাদের শহরে ঢুকে পড়ে।

১৯৫০ সালের ২৫শে জুন দুই কোরিয়ার যুদ্ধ শুরুর পর সেটি তিন বছর চলেছে। ১৯৫৩ সালের ২৭শে জুলাই সে যুদ্ধ থামে।

২৫শে জুন দিনটিতে উত্তর কোরিয়ার সেনারা সীমান্ত ভেদ করে ঢুকে পড়ে দক্ষিণ কোরিয়ায়। এক সপ্তাহের মধ্যে রাজধানী সোলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় তারা। কয়েক দিনের মধ্যেই উত্তর কোরিয়ার সেনারা দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যবর্তী একটি শহর ওয়োনজুতে পৌঁছে যায়, যেখানে তরুণ ইউন গু লী তার পরিবারের সাথে থাকতেন।

তিনি মনে করছিলেন, একজন কমিউনিস্ট সেনার সাথে প্রথম মুখোমুখি হওয়ার কথা।

এটা ছিল অনেকটা বাঘের মত বন্য কোনো পশুর মুখোমুখি হওয়া, আমি ভয়ে কাঁপছিলাম। তারা যথেষ্ট বন্ধুসুলভই ছিল, কিন্তু আমি আমার নিজের উদ্বেগ আর ভয় কাটাতে পারছিলাম না, যুদ্ধের শুরুটা এভাবেই বর্ণনা করছিলেন ড. লী।

এই ঘটনার পাঁচ বছর আগে ভাগ হয়েছিল কোরিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান কোরিয়ার নিয়ন্ত্রণ হারায়। যে দুই ভাগে কোরিয়া বিভক্ত হয়েছিল তার উত্তর অংশ ছিল সোভিয়েত সমর্থিত কমিউনিস্ট অঞ্চল, আর দক্ষিণ অংশ ছিল আমেরিকা সমর্থিত অঞ্চল। কিন্তু এই সময়টায় কমিউনিস্ট সেনারা একের পর এক দখল নিতে থাকে দক্ষিণের অঞ্চল। অল্প সময়ের মধ্যেই একদম দক্ষিণ দিকে সাগর পাড়ের একটি ছোট্ট শহর পুসান ছাড়া প্রায় সবটাই কমিউনিস্টদের দখলে চলে যায়।

শরণার্থীর ঢল নামে দক্ষিণে যাওয়ার জন্য। ইউন গু লী সিদ্ধান্ত নেন উত্তর কোরিয়ানদের থেকে পালাতে তিনিও ওয়োনজু ছেড়ে শরনার্থীদের সাথে যোগ দিবেন।

দক্ষিণে পুসানের কাছাকাছি সাচান বন্দর পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দেন তিনি। কয়েক সপ্তাহ সময় লাগে পৌঁছাতে।

আমরা প্রয়োজনীয় অল্প কিছু জিনিসপত্র সাথে নিয়েছিলাম, আর মহাসড়কগুলো শরনার্থীদের ভীড়ে গিজগিজ করছিলো, বলছিলেন মিঃ লী। মূলত তরুনরাই পালাচ্ছিলো, কারণ উত্তর বা দক্ষিণ যে কোনো সেনারাই তাদের দলে টানতে চাইতে পারে।

শরনার্থীরা পুসানে পৌঁছানোর পর অবস্থা তুলনামূলক ভালো হলেও সেখানে ছিল লাখো মানুষের ভিড়। অথচ জায়গাটা ছিল পুরো কোরিয়ার ১০ শতাংশের কম।

যথেষ্ট খাবার ছিল না, কোথাও যাওয়ার সুযোগ ছিল না, আমরা স্কুলভবনে থাকতাম বলছিলেন মিঃ লী।

১৯৫০ সালের শরতে এসে পরিবর্তন ঘটে পরিস্থিতির। কারণ দক্ষিণ কোরিয়া ও জাতিসংঘের সম্মিলিত বাহিনী পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। এই দলে মূলত যোগ দিয়েছিল আমেরিকার সেনারা। কমিউনিস্টদের দখলের ভয়ে যুক্তরাষ্ট্র সেনা পাঠিয়েছিল। উত্তর কোরিয়ানদের উত্তর দিকে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয় তারা। যদিও সময়টা ছিল রক্তক্ষয়ী। বাড়ি ফিরতে পারলেও সে অভিজ্ঞতা ছাপ ফেলেছিল মিঃ লীর মনে।

বহু মানুষ মানুষ মারা গিয়েছিল। আমার চোখে তারা সবাই ভালো মানুষ, কিন্তু উত্তর কোরিয়ানদের চোখে হয়তো তারা সমাজবাদবিরোধী। আবার আমার নিজের শহর ওয়ানজুতে যখন দক্ষিণ কোরিয়ান সেনারা পৌঁছায়, তখন যারা সেই কয়েকমাসে উত্তর কোরিয়ানদের কোনো না কোনোভাবে সহযোগিতা করেছিল তাদেরকে মেরে ফেলে।

আমি নদীতে বহু লাশ ভাসতে দেখেছি। এমন কোনো পরিবার ছিল না যেখানে একজনও পরিবারের কোনো সদস্য হারায়নি, বলছিলেন মিঃ লী। বাড়ী ফিরে মিঃ লী মা ও নানীর মৃত্যুর খবর পান।

সেই কয়েক মাসের কঠিন অভিজ্ঞতার পর তিনি বুঝতে পারেন যে তার পক্ষে আর বসে থাকা সম্ভব না। যখন তিনি ফিরছিলেন তখনই তিনি জানতেন এ যুদ্ধ খুব শীঘ্র শেষ হবে না।

আমি চিন্তা করি সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার। কোরিয়ান আর্মিতে যোগ না দিয়ে আমি জাতিসংঘের বাহিনীতে যোগ দেই, বলছিলেন মিঃ লী।

আসলেও যুদ্ধের আরো বাকি ছিল। জাতিসংঘের বাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সোলের পুনর্দখল নিয়ে আরো উত্তরের দিকে

এগোচ্ছিল। এসময় কমিউনিস্ট চীন সেখানে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেয়। উত্তর কোরিয়ার সাথে চীনের সীমান্ত বেশ বিশাল।

১৯৫১ সালের জানুয়ারির মধ্যে সোলের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায় চীনের বাহিনী। বেতারে খবর ভেসে আসতে থাকে যে চীনের কমিউনিস্ট বাহিনী সোলের দক্ষিণ দিকে হান নদী পার করে ফেলেছে এবং জাতিসংঘের বাহিনীর দুটি অংশে তারা আক্রমণ চালাচ্ছে।

সেই সময়টায় ইউন গু লী জাতিসংঘের প্রকৌশল বিভাগের দোভাষী হিসেবে কাজ করছিলেন। তারা দেশটির ধ্বংস হয়ে যাওয়া রাস্তা ও রেলপথ সংস্কারের কাজ করছিলো। ১৯৫০ থেকে ১৯৫১ সালের শীতকালটা ছিল বেশ তীব্র হিমশীতল একটা সময়।

ভয়াবহ ঠাণ্ডা ছিল। জাতিসংঘের বদৌলতে আমি ঠিকঠাক খাবার পাচ্ছিলাম। কিন্তু উত্তর কোরিয়ার যেসব শরণার্থীদের জিনিসপত্র বহন করার জন্য দক্ষিণ কোরিয়া বা জাতিসংঘের বাহিনীতে রাখা হয়েছিল তাদের অবস্থা ছিল জটিল। তাদের খাবার বা পোশাকের ভালো ব্যবস্থা ছিল না।

আমাদের কোম্পানিতে যেসব উত্তর কোরিয়ার স্কুল শিক্ষকরা কাজ করছিলেন তাদেরকে স্রেফ যুদ্ধের যন্ত্রণায় মরতে দেখেছি, স্মৃতিচারণ করেন মিঃ লী।

এটা তার মনে ছাপও ফেলেছিল। পাঁচ হাজার বছরের একই ইতিহাস বহন করে যাওয়া আর একই ভাষায় কথা বলা সত্ত্বেও তাদের এমন মৃত্যু হতে দেখে মিঃ লীর মধ্যে হতাশা কাজ করতো। তারা এতো সহজে মারা যেতো না যদি অন্তত আমাদের এটুকু মানবতাবোধ থাকতো যে 'এ আমরা কী করছি?' আমাদের সেই সুযোগটুকুও ছিল না। হে ঈশ্বর! কতো মানুষ যে মারা গেছে সেসময়! এটা ভেবে খুব কষ্ট হয় বলেন লী।

বলা হয় কোরিয়ার সে যুদ্ধে ২০ থেকে ৪০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। এর মাঝে ২০ লক্ষ সাধারণ মানুষ, ১৫ লক্ষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট বাহিনীর সদস্য, ৪ লক্ষ দক্ষিণ কোরিয়ান সেনা, ৩০ হাজার যুক্তরাষ্ট্রের ও এক হাজার যুক্তরাজ্যের সেনা মৃত্যুর ধারণা করা হয়।

সে যুদ্ধ দেশটির রাজনীতিতেও প্রভাব রেখে চলেছে। পরিবেশেরও একটা বড় পরিবর্তন হয়েছিল এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে।

যেদিকেই যেতাম যথেষ্ট গাছগাছালি দেখতে পেতাম না। রান্না করতে জ্বালানী হিসেবে লোকের গাছ কেটে নিতে হতো। শুধু মানুষ না, পুরো প্রাকৃতিক পরিবেশটাই মরুভূমি হয়ে হয়ে গিয়েছিল, বলছিলেন মিঃ লী।

১৯৫৩ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত সে যুদ্ধ চলেছিল। সে বছর ২৭শে জুলাই যুদ্ধবিরতির মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটে সে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের। যদিও কোনো আনুষ্ঠানিক শান্তি চুক্তি হয়নি। কোরিয়া এখনও বিভক্তই আছে।

যুদ্ধ শেষ হবার একটু আগে দিয়ে মিঃ লী নিজেকে যুদ্ধে আক্রান্ত মানুষের সেবায় নিয়োজিত করার চিন্তা করেন। উত্তর কোরিয়া থেকে আসা হাজারো শরণার্থীর মাঝে নিজের জীবনকে খুঁজে নেন তিনি। এর একটা বড় অংশ ছিল আন্তর্জাতিক সংস্থা রেড ক্রসের সাথে।

বিবিসিকে এই সাক্ষাৎকারটি দিয়েছিলেন ২০১০ সালে।

টুকরো খবর

জল্পেশ মন্দিরে ভক্তদের ভিড়, চ্যানেল দিয়ে জল নিবেদনের ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নন পুণ্যার্থীরা

জলপাইগুড়ি ঃ রবিবার জল্পেশ মন্দিরে তৃতীয় সপ্তাহে উন্যার্থীদের উপচে পড়া ভিড় কিন্তু চ্যানেলের মাধ্যমে জল ঢালাতে সন্তুষ্ট নন পুণ্যার্থীরা। জল্পেশ মন্দিরে সকাল থেকেই পূর্নাথীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায় কিন্তু আদালতের আদেশে তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই জল ঢালতে হয় চ্যানেলের মাধ্যমে। চ্যানেলের মাধ্যমে সেই জল বাবার মাথায় গিয়ে পড়বে সেই ছবি দেখতে পারবেন পূর্নাথীরা জায়ার্স স্ক্রিনে। এদিন এই উপলক্ষে জল্পেশ মন্দির প্রাঙ্গনের আশেপাশে মেলার ব্যবস্থাও করা হয় সেই সঙ্গে মন্দির প্রাঙ্গনে নিরাপত্তার দিক লক্ষ রেখে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা ছিল জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। এই চ্যানেলের মাধ্যমে জল ঢালাতে মেলায় আসা ব্যবসায়ীরা, সমস্যায় পড়েছেন বলে জানান। তারা বলেন চ্যানেলের মাধ্যমে জল ঢাললে পুণ্যার্থীদের সংখ্যা কমে যাবে বলে মনে করেন কারণ বাবার দর্শন না পেলে তারা কি করে মন্দিরে আসবেন বা কি করে আমাদের ব্যবসা চলবে। তারা মনে করছেন তাদের এবার ব্যবসা মন্দাই যাবে বলে মনে করেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মহিলাদের সঙ্গে ভাংচুরের বিরুদ্ধে উত্তর দিনাজপুরে বিক্ষোভ করেছে ABVP

উত্তর দিনাপুর ঃ রবিবার দুপুরে রায়গঞ্জের বিবেকানন্দ মোড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করলো অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, উত্তর দিনাজপুর জেলা শাখা। পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার পাকুয়াহাটে এবং আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায় মহিলাদের বিবস্ত্র করে নারকীয় নির্যাতনের প্রতিবাদে এ বি ভি পি র পক্ষ থেকে প্রতিবাদ কর্মসূচি ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সদ্য মনিপুরে ঘটা মহিলা দের ওপর পৈশাচিক অত্যাচার ও মালদায় নারকীয় নির্যাতন দুই ক্ষেত্রেই সোচ্চার হয়েছে এ বি ভি পি কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মনিপুরে র ঘটনায় প্রতিবাদ জানালেও মালদার ঘটনায় চুপ মূলত এই নিয়েই আজকের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি বলে জানিয়েছেন এ বি ভি পি জেলা সংযোজক দীপ দত্ত।

জমিতে কাজ করতে গিয়ে বাজ পড়ে মৃত্যু দুজনের। ঘটনায় চাঞ্চল্য

জলপাইগুড়ি।জলপাইগুড়িতে বজ্রাঘাতে মৃত্যু দুইজনের। জমিতে কাজ করতে গিয়ে বাজ পড়ে মৃত্যু দুজনের। একজন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর চৌরঙ্গী এলাকার অপর এক যুবক ময়নাগুড়ি মৌলানি নতুন হাট এলাকার। সুভাষ রায় (৪৫) ও নীলোৎপল রায় (২২) দুজনেই জমিতে কাজ করতে গিয়ে এই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকেই জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসা মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুটো পৃথক এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় জলপাইগুড়িতে।

মণিপুরের ঘটনায় কেঁদেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু মালদার ঘটনায় নীরব শুভব্রত অধিকারী

শিলিগুড়ি ঃ মণিপুরের ঘটনায় কাঁদলেও মালদার ঘটনায় নীরব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নারীর নিরাপত্তা নিয়ে কেন এই দ্বিচারিতা? পশ্চিমবঙ্গের নারীরা লাখী ভান্ডারের টাকা চায় না, তারা বাংলার লক্ষ্মীদের রক্ষা চায়। এবিভিপি রাজ্য সম্পাদক শুভব্রত অধিকারীর কথা। তিনি বলেন, যে কোনো মূল্যে বাংলায় নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। মালদহের পাকুয়াহাট এলাকায় দুই মহিলাকে মারধর ও বিবস্ত্র করার ঘটনার নিন্দা করে, এবিভিপির শিলিগুড়ি ইউনিট রবিবার শিলিগুড়ির হাসমি চকে তীব্র প্রতিবাদ করে, দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে। এ সময় সংগঠনের সদস্যরা রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে জোরালো দাবি তোলেন।

উত্তর দিনাজপুরে বিজেপি নেতা খুনের প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি ঃ ইসলামপুরে বিজেপি নেতা অসীম সাহার মৃত্যুর প্রতিবাদে কালো কাপড় বেঁধে শিলিগুড়িতে ঘটনার প্রতিবাদ জানালো ব্লকগুরবিবার বিকেলে শিলিগুড়ির হাশমি চকে বিক্ষোভ দেখায় ব্লকগু।এই বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ।এদিন প্রথমে কালো কাপড় বেঁধে মানববন্ধন করে বিজেপি নেতা কর্মীরা,পরবর্তীতে হাশমি চকে রাস্তায় বসে পরে বিক্ষোভ দেখায় তারা।পরবর্তীতে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।প্রসঙ্গত,শনিবার প্রকাশ্য দিবালোকে বিজেপি নেতা অসীম সাহার ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয়।তাকে বাঁচাতে গিয়ে আরও একজন জখম হন।ঘটনার পর অসীম সাহাকে শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য।কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে মৃত্যু হয় তার।তারপর থেকেই এই ঘটনায় তৃনমূল কংগ্রেস জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ তোলে বিজেপি নেতৃত্বরা।

ভোট গণনার দিন থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এক আদিবাসী মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি। ভোট গণনার দিন থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এক আদিবাসী মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়পুর চা বাগান এলাকার বাসিন্দা ছিলেন ওই মহিলা। মৃত মহিলার নাম রোশনি ওরাওঁ। জানা গেছে গত ১১জুলাই পঞ্চায়েত ভোট গণনার রাত থেকেই নিখোঁজ ছিলেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে ১৩ জুলাই জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। অবশেষে রবিবার তিস্তা নদীর পাড় সংলগ্ন এলাকা থেকে তাঁর পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এলাকারই এক মহিলা নদীর পাড়ে মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের খবর দেন। পরে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেয়। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান প্রধান হেমব্রম বলেন, তাদের সন্দেহ ওই মহিলাকে খুন করে নদীর ধারে দেহটি ফেলে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে মহিলার স্বামী আগেই মারা গিয়েছেন। বাড়িতে তাঁর দুই সন্তান রয়েছে। এই মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
রবিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
30:07:2023

বিএনপির অবস্থান কর্মসূচি ঃঢাকার বিভিন্ন প্রবেশমুখে পুলিশের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষ

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ ঢাকার প্রবেশমুখে অবস্থান কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পুরনো ঢাকার নয়াবাজার, খোলাইখাল ও সাইনবোর্ড এলাকায় পুলিশের সাথে বিএনপি নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ হয়েছে। পুলিশ ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ধাওয়ায় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে উত্তরায় জড়ো হওয়া নেতাকর্মীরাও। বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষের সময় পুলিশের একটি গাড়িসহ আরও কয়েকটি বাসে আগুন জ্বলতে দেখা গেছে। সংঘর্ষের সময় আহত বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়কে আটক করে পুলিশ। তার আগে তাকে লাঠিপেটা করা হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। এরপর তাকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকার পুলিশ দাবি করেছে, তাকে 'সেফ' করার জন্য তাকে ডিবিতে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে কয়েক ঘণ্টা পর পুলিশের গাড়িতে তাকে বাসায় পৌঁছে দেয়া হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। গাবতলীতে ধাওয়াপাল্টা ধাওয়ার সময় পুলিশের হাতে আটক হন বিএনপি নেতা আমান উল্লাহ আমান। তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে ঢাকার জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউটে ভর্তি করা হয়।

উত্তর কোরিয়ার 'পাগলা' রকেট ব্যবহার করছে ইউক্রেন

ইউক্রেন (এজেন্সী) ঃ উত্তর কোরিয়া ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযানকে সমর্থন করে, কিন্তু ইউক্রেনীয় গোলন্দাজ বাহিনী রাশিয়ার বিরুদ্ধেই উত্তর কোরিয়ার তৈরি রকেট ব্যবহার করছে বলে জানা যাচ্ছে।

ব্রিটেনের প্রভাবশালী পত্রিকা ফিনানশিয়াল টাইমস খবর দিচ্ছে, উত্তর কোরিয়ার ঐ অস্ত্র ইউক্রেন আগে ব্যবহার করেছে বলে জানা যায়নি।

তবে বিধ্বস্ত শহর বাখমুতের কাছে ইউক্রেনীয় সৈন্যরা ফিনানশিয়াল টাইমসের সাংবাদিককে সোভিয়েত আমলে তৈরি গ্রাড মাল্টিপল লঞ্চ রকেট সিস্টেম (এমএলআরএস) দেখিয়েছে।

ইউক্রেনের অস্ত্রের এই নতুন উৎস প্রমাণ করছে, কীভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের মাটিতে সবচেয়ে বড় এই সংঘাতে পুরনো সোভিয়েত অস্ত্র থেকে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানি ইত্যাদি দেশের সরবরাহ করা অত্যাধুনিক প্রিসিশন অস্ত্রের সবই ব্যবহৃত হচ্ছে বলে ফিনানশিয়াল টাইমস মন্তব্য করেছে।

ওদিকে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানাচ্ছে, এই অস্ত্রের লেনদেনের কথা উত্তর কোরিয়া এবং রাশিয়া - দুটি দেশই অস্বীকার করেছে।

রয়টার্স বলছে, রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সের্গেই শোইগু কোরিয়ান যুদ্ধের সমাপ্তির ৭০তম বার্ষিকী উদযাপন করতে চলতি সপ্তাহে পিয়ংইয়াংয়ে বিরল এক সফর করেছেন। এসময় তিনি দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

উনিশশো একানব্বই সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর থেকে মস্কোর কোন শীর্ষ প্রতিরক্ষা কর্মকর্তার এটাই প্রথম উত্তর কোরিয়া সফর।

ওদিকে, ইউক্রেনীয় গোলন্দাজ বাহিনীর একজন কমান্ডার রুসলান ফিনানশিয়াল টাইমসকে বলছেন, উত্তর কোরিয়ার এই রকেট তাদের সৈন্যরা ব্যবহার করতে বিশেষ আগ্রহী না। কারণ এই রকেটে অনেক সময় ভুল ফায়ার হয় এবং বিস্ফোরণ ঘটাতে ব্যর্থ হয়। রকেটের চিহ্ন দেখে সেগুলো ১৯৮০ এবং ১৯৯০য়ের দশকে তৈরি বলে মনে হচ্ছে। ইউক্রেনীয় গ্রাড ইউনিটের একজন সদস্য এফটি সংবাদদাতাকে রকেট লঞ্চারের খুব কাছে না যাওয়ার জন্য সতর্ক করেন, এবং বলেন যে উত্তর কোরিয়ার এই রকেট নির্ভরযোগ্য না, এবং কখনও কখনও পাগলের মতো আচরণ করে। ইউক্রেনের রনাঙ্গণে উপস্থিত গেটি ইমেজেস এবং রেডিও ফ্রি ইউরোপরেডিও লিবার্টির সাংবাদিকরা গত জুন মাসের শেষের দিকে এবং এমাসের শুরুতে দক্ষিণ জাপোরিশায় ইউক্রেনের আর্টিলারি বাহিনীকে উত্তর কোরিয়ার রকেট ব্যবহার করতে দেখেছিলেন। কিন্তু তখনও সেগুলো উত্তর কোরিয়ায় তৈরি বলে সনাক্ত করা যায়নি।

ইউক্রেনের সৈন্যরা বলছে, কোন এক বন্ধু দেশ একটি জাহাজ থেকে এসব রকেট 'জব্দ' করেছিল। তবে এনিয়ে তারা আরও বিস্তারিত জানাতে অস্বীকার করেন।

ওদিকে, ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, রুশ বাহিনীর হাত থেকে রকেটগুলো ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল।

ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর একজন উপদেষ্টা ইউরি স্যাক বলছেন, আমরা তাদের ট্যাঙ্ক দখল করি, আমরা তাদের সরঞ্জাম দখল করি, এবং খুবই সম্ভব যে এগুলোও ইউক্রেনীয় সামরিক অভিযানের ফসল।

রাশিয়া উত্তর কোরিয়া এবং ইরানসহ নানা দেশ থেকে বিভিন্ন ধরণের যুদ্ধাস্ত্র কেনাকাটা করছে, তিনি বলেন।

ফিনানশিয়াল টাইমস জানাচ্ছে, উত্তর কোরিয়া ইউক্রেনকে সরাসরি যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করবে এমন সম্ভাবনা খুবই কম।

কারণ, পিয়ংইয়াং সরকার ইউক্রেনে রুশ অভিযানকে সর্বতোভাবে সমর্থন করে আসছে। এবং রুশ প্রেসিডেংট পুতিন এজন্য উত্তর কোরিয়াকে বিশেষভাবে ধন্যবাদও জানিয়েছেন।

গত মার্চে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাবি করেছিল যে মস্কোর সরকার খাদ্যের বিনিময়ে অস্ত্র জোগাড়ের জন্য উত্তর কোরিয়ার সাথে আলোচনা করছে।

মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কারবিও অভিযোগ করেছিলেন, বাখমুত দখলের লড়াই যখন তুঙ্গে তখন উত্তর কোরিয়া রাশিয়ার ভাড়াটে সৈন্যদল ওয়াগনার গ্রুপের কাছে রকেট এবং ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রি করেছে।

তবে ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিন সে সময় এই অভিযোগটিকে গালগল্প এবং জল্পনা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

গ্রাড রকেট কী?

'গ্রাড' শব্দের অর্থ শিলাবৃষ্টি। এটি সোভিয়েত ইউনিয়ন আমলে তৈরি একটি স্বচালিত ১২২মিমি রকেট সিস্টেম।

ট্রাকের ওপর বসানো টিউব থেকে ২০ সেকেন্ডেরও কম সময়ে এই সিস্টেম থেকে ৪০টি পর্যন্ত রকেট নিক্ষেপ করা যায়।

ইউক্রেনে ২০১৪ সালের বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহ এবং নিয়মিত লড়াই শুরু হওয়ার পর রাশিয়া এবং ইউক্রেন দু'পক্ষই এই অস্ত্র ব্যবহার করেছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ গ্রাড রকেটকে নির্বিচার এক কুখ্যাত অস্ত্র বলে বর্ণনা করেছে।

চামচ নিয়ে ঋষি সুনাকের শাশুড়ির মন্তব্যকে ঘিরে কেন এত বিতর্ক

নয়াদিল্লি (এজেন্সী) ঃ গোটা পৃথিবীতেই মানুষকে এক করতে খাবারের জুড়ি নেই। কিন্তু ভারতের এক জনপ্রিয় লেখক, জনহিতৈষী এবং শিক্ষাবিদ সুধা মূর্তি তার খাদ্যাভ্যাস নিয়ে এক মন্তব্য করার পর নিরামিষভোজন নিয়ে এক প্রাণবন্ত বিতর্ক শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

মিসেস মূর্তি এবং তার স্বামী ভারতের সফটওয়্যার বিলিওনেয়ার এনআর নারায়ণ মূর্তির মেয়ের স্বামী হচ্ছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। যেদিন থেকে ঋষি সুনাক প্রধানমন্ত্রী হলেন, সেদিন থেকে যেন ভারতের এই দম্পতির জীবন অনেক বেশি কড়া নজরে। ভারতে রান্না বিষয়ক একটি জনপ্রিয় শো হচ্ছে খানা মে কিয়া হ্যায়, মোটাদাগে যার অর্থ লাঞ্চ বা ডিনারের জন্য কী আছে? এই অনুষ্ঠানে ৭২ বছর বয়সী সুধা মূর্তি সম্প্রতি একটি মন্তব্য করেছিলেন, তারপর হতে তিন দিন ধরে টুইটারে ট্রেন্ড করছে তার নাম।

মিসেস মূর্তি নিজেকে একজন 'বিশুদ্ধ নিরামিষভোজী' বলে বর্ণনা করেছিলেন যিনি ডিম পর্যন্ত খান না। তিনি আরও বলেছিলেন, যখন তিনি বিদেশ ভ্রমণে যান, তখন অনেক সময় নিজের খাবার সাথে নিয়ে যান। কারণ তার ভয় হয় যে, নিরামিষ খাবার এবং আমিষ রান্নার জন্য হয়তো একই চামচ ব্যবহার করা হয়েছে।

কাজেই যখন আমি বেড়াতে যাই, আমি একটি বিশুদ্ধ নিরামিষ রেস্টুরেন্ট খুঁজি। আর আমি খাবার ভর্তি একটা আস্ত ব্যাগও নিজের সাথে রাখি। বহু দশক আগে আমার দাদাদাদীরা যখন তাদের নিজেদের খাবার সাথে বহন করতেন, তখন আমি তাদের খেপাতাম। আমি তাদের জিজ্ঞেস করতাম, এখানে যা খাবার পাওয়া যায় সেটা কেন তোমরা খাও না। কিন্তু আমি নিজেই সেই কাজ করি, বলছিলেন তিনি।

তার এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। আর এই মন্তব্যের পক্ষে বিপক্ষে যেন সমান ভাগে ভাগ হয়ে গেছে মানুষ। কেউ তার সমালোচনা করছেন, কেউ তার পক্ষ নিচ্ছেন।

মিসেস মূর্তি নিজেকে 'পিওর ভেজিটেরিয়ান' বা বিশুদ্ধ নিরামিষভোজী বলে বর্ণনা করেছেন। ভারতে অনেক নিরামিষভোজী আছেন যারা ডিম খান। কাজেই এদের থেকে নিজেদের আলাদা করতে লাখ লাখ মানুষ নিজেদের 'বিশুদ্ধ নিরামিষভোজী' বলে থাকেন। তবে মিসেস মূর্তির এই মন্তব্যে ভারতে অনেকে বেশ ক্ষিপ্ত হয়েছেন। কারণ তারা মনে করেন 'বিশুদ্ধ নিরামিষভোজীর' ধারণার শেকড় আসলে প্রোথিত ভারতের হিন্দুদের বর্ণপ্রথার মধ্যে। এর মধ্য দিয়ে মিসেস মূর্তি তার উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ্যবাদী সংবেদনশীলতাই প্রকাশ করেছেন।

ভারতের অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, অনেক অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা মাংস খেতেন, এবং অনেকে এখনো খান। কিন্তু তারপরও 'নিরামিষভোজী' হওয়াকে ভারতে 'বিশুদ্ধতা'র সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা হয়।

ভারতে নিরামিষাশী হতে গেলে যেসব জিনিস মানতে হয়, তার সঙ্গে কিন্তু সেখানকার বর্ণপ্রথা জড়িয়ে আছে। ব্যক্তিগত পছন্দের কারণে কেউ নিরামিষাশী হলে এর পক্ষে একটাই যুক্তি, এটা একটা অভ্যাস। এই অভ্যাস ভাঙ্গা কঠিন, যদিও অনেকে স্বীকার করেন যে এর মূলে আছে বর্ণপ্রথা।এক টুইটে মন্তব্য করেছেন সমাজবিজ্ঞানী জানকী শ্রীনিবাসন।

টুইটারে আরেকজন মন্তব্য করেছেন সাবান জিনিসটা কী সেটা কি নিরামিষভোজীরা বোঝেন না? এই মাত্রার বিভ্রম আর 'বিশুদ্ধতা' এবং 'কলুষতা' নিয়ে এত বাড়াবাড়ি, এগুলো কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদের সৃষ্টি।

অনেকে আবার মিসেস মূর্তির ছবির পাশাপাশি ঋষি সুনাকের এমন ছবি শেয়ার করেছেন যেখানে মি. সুনাককে প্লেট ভর্তি রান্না করা মাংস নিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে।

তবে সুধা মূর্তিকে যেরকম কঠোর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে, সেটাও ভারতে অনেক মানুষকে অবাক করেছে। ভারতের অন্তত বিশ শতাংশ মানুষ নিজেদের 'নিরামিষভোজী' বলে দাবি করেন। তারা কেবল উদ্ভিদজাত এবং দুগ্ধজাত খাবার খান। এদেরও কেউ কেউ স্বীকার করেছেন যে তারাও মিসেস মূর্তির মতো একই কাজ করেন।

একজন অনিরামিষভোজী মানুষের পাশে বসে আমি খুশি মনেই আমার খাবার খাবো। কিন্তু কেউ যদি নিরামিষ আর আমিষ খাবারের জন্য একই চামচ ব্যবহার করে, আমার সেটা নিয়ে ভীষণ অস্বস্তি হবে। আমি সেক্ষেত্রে বরং না খেয়ে থাকবো। যদি আপনি এটা বুঝতে না পারেন, এটা আপনার সমস্যা। আমি সুধা মূর্তিকে সমর্থন করি, লিখেছেন সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা অরুণ বোথরা।

সাংবাদিক শীলা ভাট বলছেন, তিনি এমন অনেককে চেনেন যারা মিসেস মূর্তির মতো একই কাজ করেন। তিনি বলেন, মিসেস মূর্তিকে তার মতো থাকতে দিন।

অনেকে আবার উল্লেখ করছেন যে বেশিরভাগ ভারতীয় মাংস খেলেও তারা কিছু নিয়ম এবং ঐতিহ্য মেনে চলেন। যেমন যে হিন্দুরা মাংস খান, তারা গরুর মাংস খান না।

টুইটারে একজন আবার লিখেছেন, কেবল নিরামিষভোজীরাই যে এরকম সতর্ক তা নয়। যেমন ভারতের অনেক আমিষভোজী মানুষ গরুর মাংসের ঝোল দিয়ে তৈরি ফ্রেঞ্চ ওনিয়ন স্যুপ খান না। অনেকে গরুর চর্বি দিয়ে ভাজা বেলজিয়ান ফ্রাইজ খান না। আবার অনেক মুসলিম যখন কোন মাংস হালাল কিনা সেটা নিশ্চিত হতে পারেন না, তখন তারাও নিরামিষ খাবারই খান।

ভারতে খাদ্য নিয়ে এরকম সমালোচনা এবং পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ দেশটির প্রাচীন বর্ণপ্রথা হিন্দুদের কঠোরভাবে উঁচুনিচু শ্রেণীতে ভাগ করেছে। সেখানে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা হচ্ছে সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী, অন্যদিকে নিচুবর্ণের হিন্দুরা তাদের দ্বারা নিপীড়িত। কাজেই এই বিষয়গুলো নিয়ে যে কোন বিতর্কে বেশ তীব্র আবেগতাড়িত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

যদিও বর্ণপ্রথার ভিত্তিতে যে কোন বৈষম্য ভারতে বহু দশক ধরে বেআইনি, সমাজে এর প্রভাব এখনো রয়ে গেছে। যাদের অবস্থান এই বর্ণভেদের একেবারে নিচের দিকে, তারা এখনো বৈষম্য এবং বঞ্চনার শিকার বলে অভিযোগ করেন।

আর গত এক দশকে ভারতে নিরামিষাশীর বিষয়টিকে ক্রমাগত একটি অস্ত্রে পরিণত করা হয়েছে। হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলো গরুর মাংস খাওয়া বা বহনের অভিযোগ তুলে অনেক মুসলিম এবং দলিত শ্রেণীর মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করেছে।মিসেস মূর্তির সমালোচকরা বলছেন, এই ঐতিহাসিক পটভূমির কথা বিবেচনায় রেখে তার মতো একজন বিখ্যাত মানুষের জনসমক্ষে কিছু বলার সময় অনেক বেশি সতর্ক হওয়া উচিৎ।

যে পোকা কামড়ানোর পর মাংস খেলে বিপদ হতে পারে

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ এক গবেষণা বলছে বিরল মিট অ্যালার্জি অর্থাৎ মাংস থেকে অ্যালার্জির প্রাদুর্ভাব ব্যাপকভাবে বাড়ছে, আর এর পেছনে কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে একটা পোকার কামড়। গবেষকরা বলছেন এরইমধ্যে অন্তত সাড়ে চার লাখ মানুষ এতে আক্রান্ত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) বৃহস্পতিবার কিছু নতুন তথ্য প্রকাশ করেছে যাতে দেখা যাচ্ছে যে হঠাৎ করে আলফাগাল সিনড্রোমে আক্রান্তের সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছে। আলফাগাল সিনড্রোম হল জীবনের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ এক অ্যালার্জি, যার লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় 'রেড মিট' গ্রহণের পর।

অনেক ধরণের মাংস বা পশুর পণ্য থেকে এই অ্যালার্জি হয় এবং এর উপসর্গগুলো জীবনের জন্য হুমকিস্বরুপ। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা এই আলফাগালের অস্তিত্ব পেয়েছেন একটা বিশেষ প্রজাতির 'লোন স্টার টিক' এর স্যালিভায়।

এই পোকার পিঠে একটা সাদা দাগ থাকে এবং এটি মূলত যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে দেখা যায়। তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়ে বলছেন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তারা অন্যদিকেও ছড়াচ্ছে।

এই লোন স্টার যেটাকে আগে অ্যামব্লায়োমা অ্যামেরিকানম বলা হত, এটি যখন কোন মানুষকে কামড় দিয়ে রক্ত চোষে, সেই মানুষটি কিছু নির্দিষ্ট মাংস ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর কোন পণ্য গ্রহণ করলে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে।

যারা আলফাগাল সিনড্রোমে ভুগছেন তাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ খাবারের তালিকায় আছে গরুর মাংস, শূকরের মাংস, খরগোশ, ভেড়া, হরিণের মাংস, জেলাটিন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য এবং কিছু ওষুধ পত্র।

এখন পর্যন্ত এই সিনড্রোম সম্পর্কে যতটুকু বোঝা যাচ্ছে তাতে এর লক্ষণগুলো হল পেট ব্যথা, ডায়রিয়া, চুলকানি এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা যা আরেক ভয়াবহ অ্যালার্জিক অবস্থা অ্যানাফাইল্যাক্সিস পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।

তবে ব্যক্তি ভেদে আলফাগাল সিনড্রোমের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, যা হালকা থেকে মারাত্মক এমনকি কারো কারো ক্ষেত্রে জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। সিডিসি বলছে অ্যানাফাইল্যাক্সিস হল জীবনের জন্য হুমকিস্বরুপ, এটি মানবদেহের অনেকগুলো প্রত্যঙ্গের উপর ফেলে, তাই এমন ক্ষেত্রে রোগীর জরুরী চিকিৎসা সেবা দরকার হতে পারে।

তবে সিডিসি এটাও বলছে কারো আলফাগাল সিনড্রোম হলেই তার শরীরে অ্যালার্জির উপসর্গগুলো নাও দেখা দিতে পারে। কারণ শরীরে মাংস যদি ধীরে ধীরে হজম হয় তাহলে এই অ্যালার্জির লক্ষণ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

সিডিসি জানিয়েছে ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১ লাখ ১০ হাজার এমন রোগী শনাক্ত হয়েছে। তবে ২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর শনাক্তের সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার করে বৃদ্ধি পেয়েছে।

যেহেতু এটা শনাক্ত করা কঠিণ তাই সিডিসি বলছে অন্তত সাড়ে চার লাখ অ্যামেরিকান এই আলফাগাল থেকে মিট অ্যালার্জির শিকার।

গত বছর ১৫০০ জন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীর উপর চালানো এক জরিপে দেখা যায় তাদের মধ্যে ৪২ শতাংশই এই সিনড্রোমের ব্যাপারে কিছুই শোনেনি।

এই জরিপের ফলাফলও সিডিসি বৃহস্পতিবার প্রকাশ করে, যাতে দেখা যায় তাদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ এই রোগ শনাক্ত করার ব্যাপারে 'খুব একটা আত্মবিশ্বাসী নয়'। মাত্র ৫ শতাংশ জানায় তারা এটির মোকাবেলায় 'পুরো আত্মবিশ্বাসী'।

এই সিনড্রোমটি ২০০৮ সালে দুর্ঘটনাক্রমে আবিষ্কার হয়। যুক্তরাষ্ট্রের একদল গবেষক ক্যান্সার চিকিৎসায় একটা ওষুধের পরীক্ষা করতে গিয়ে এটি দেখতে পান।

প্যারালাইসিসি টিক নামে আরেক প্রজাতির পোকা থেকে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি অঞ্চলে একই রকম অ্যালার্জির প্রকোপ দেখা গিয়েছিল।

বিশেষজ্ঞরা সবাইকে সতর্ক করছেন বাইরে বের হবার সময় শরীর ঢেকে বের হবার জন্য এবং নিয়মিত লক্ষ্য রাখতে যে কোন পোকা কামড়ালো কিনা। টিক বাইট থেকে আরো মারাত্মক ধরণের অসুস্থতা হতে পারে - যেমন লাইম ডিজিজ যা এক রকম ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ আর এটি গরমকালে বেশি দেখা যায়।

সিডিসি পরামর্শ দিয়েছে ঘরের বাইরে পোকামাকড় প্রতিরোধক ব্যবহারের জন্য, যেগুলোতে ডিইইটি আছে অথবা কাপড়ে পারমেথ্রিন নামে বিশেষ কেমিকেল ব্যবহারের জন্য।